Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহ'র সিফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আতিফুন ঈফশা

রোলঃ 216021446

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহ'র সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আতিফুন ঈফশা

রোলঃ 216021446

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আল্লাহ'র সিফাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আতিফুন ঈফশা, আইডিঃ 216021446 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আল্লাহ'র সিফাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আতিফুন ঈফশা

(স্বাক্ষর)

আতিফুন ঈফশা

আইডিঃ 216021446

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় হাবিব রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট।

মুসলিম হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই কমবেশি জানি যে আমাদের একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে হবে। আমাদের যাবতীয় সমস্ত কিছুই তাঁর নিকট চাইতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কেন শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করবো? আর কেনই বা সমস্ত কিছু একমাত্র উনার থেকেই চাইবো? এমন প্রশ্ন হয়তোবা কখনো না কখনো আমাদের মনে আসে। আর একটা খুব কমন প্রশ্ন আছে যেটা কমবেশি আমরা অনেকেই ছোটকালে ভাবতাম যে আমাদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্টি করেছেন কিন্তু উনাকে কে সৃষ্টি করেছেন!!! (আল্লাহ মাফ করুন)

এই জাতীয় সকল চিন্তার অবসান হবে যখন আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের রব কে চিনতে পারবো। কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হক্বদার, কেন আমরা উনার কাছ থেকে সমস্ত কিছু চাই, তিনি কিভাবে সব কিছু দিতে সক্ষম এ সমস্ত যাবতীয় যত প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর জানতে হলে অবশ্যই আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চিনতে হবে। যাতে আমরা পূর্ণ ইখলাসের সাথে, ভালোবেসে, আন্তরিকতার সাথে আমাদের রবের ইবাদত করতে পারি, উনার বিধি-বিধান অন্তর দিয়ে মেনে চলতে পারি মেনে চলতে পারি। আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য কুরআনের প্রায় প্রতি আয়াতে বা দুই এক আয়াত পর পর নিজের নামগুলো আমাদের জানিয়েছেন। নিজের সিফাত সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন। 'আল্লাহর সিফাত' সম্পর্কে আমরা জানবো যাতে করে আমরা রব হিসেবে কায় মন চিত্তে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে উনার ইবাদত করতে পারি। উনার প্রতি যেন আমাদের তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল বাড়ে।

একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা জন্মগত মুসলমান আমরা আমাদের রবকে চিনতে পারিনা ভালো করে। অথচ যারা কিনা অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে ফিরে আসে তারা কিন্তু রবের পরিচয় সম্পর্কে জেনে, উনাকে চিনে এবং অন্তর দিয়ে মেনে আল্লাহর নিকট ফিরে আসে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা আফসোসের বিষয় যে আমরা এত বড় আযর(পুরষ্কার) পাওয়ার পরও এটার কদর করতে পারি না যে আমরা মুসলিম। অথচ বিধর্মীরা ঠিকই এটা জানে। তাই আমাদের অবশ্যই আমাদের রব সম্পর্কে জানতে হবে যাতে আমরা সত্যের উপর অটল থাকতে পারি, পথভ্রষ্ট না হয়, চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

তাই এখন আমরা আমাদের রব কে চিনবো যাতে আমরা আন্তরিকতার সাথে, ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করতে পারি, ভালোবাসতে পারি, আজর পাওয়ার পথগুলো জানতে পারি এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়গুলো জানতে পারি ইন শা আল্লাহ।

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِى يُبَلِّغُنِى حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى وَأَهْلِى وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা চাই এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই ও সেই আমলের ভালোবাসা চাই যে আমল আপনার ভালোবাসার পাত্র করে দেয়। হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসা আমার নিকট যেন আমার নিজের জীবন এবং পরিবার এবং শীতল পানি থেকেও প্রিয় হয়। -তিরমিজি, হাদিস নং- ৩৮২৮/৩৪৯০

ইয়া আল্লাহ! ইয়া আর রহমান! আপনি আমদের হৃদয়কে আপনার ভালোবাসায় পূর্ণ করুন, আমাদের জানার পথ সহজ করে দিন, আমাদের কে দ্বীনের পথে অটল থাকবার তাওফিক দিন। ইয়া আল মালিক! আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন ও আমাদের নিয়্যাহ কে কবুল করুন।(আল্লাহুম্মা আমিন)

আল্লাহ'র সিফাত

হাদিসে এসেছে,

من يريدالله به خيرا يفقهه في الدين

" আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন" – (বুখারী ও মুসলিম)

ওলামাদের মতে, এই দ্বীনের বুঝের প্রথম ধাপ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞানঅর্জন। আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কে ভালোবাসার অন্যতম শর্তও বলা যায়। কারণ আমরা আমাদের রবকে গভীরভাবে তখনই ভালোবাসতে পারবো, মন দিয়ে তাঁর ইবাদাহ করতে পারবো যখন আমি আমার রব সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবে জানতে পারবো

সিফাত অর্থ হচ্ছে গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সিফাত তারমানে আল্লাহর গুণগুলোর জ্ঞান অর্জন।এই জানা শুধুমাত্র নাম ও অর্থ জানার মাঝেই সীমাবদ্ধ না। বরং তাঁর সিফাতের জ্ঞান আরো বিশদ কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন তাঁর সিফাতে পরিপূর্ণ এবং যেখানে কোন ত্রুটি নাই।তাওহীদের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আসমা ওয়াস সিফাত তথা সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নামগুলো সিফাত সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে জানার মাধ্যম ২টি। । এক হচ্ছে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের যা জানিয়েছেন এবং রাসূল(সাঃ) থেকে আমরা যা জেনেছি। ওলামাদের অনেকে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত জ্ঞানকে দ্বীন এর বুঝ এর ভিত্তির সাথে তুলনা করেছেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কে গভীর ভাবে ভালোবাসতে ও উপলব্ধি করতে হলে এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে হলে আমাদের আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অতীব প্রয়োজনীয়।

তাওহিদ বা একত্ববাদের জ্ঞান

তাওহিদের প্রকারভেদ

তাওহিদ মোট তিনটি অংশে বিভক্ত

১। তাওহিদে রুবুব্যিয়াতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সকল কাজ সম্পর্কে জানা ও বিশ্বাস করা। যেমনঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের রিযক দেন এই সম্পর্কিত জ্ঞানই তাওহিদে রুবুব্যিয়াত এর অংশ

২। তাওহিদে উল্যুহিয়্যাহঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একমাত্র ইবাদাতের হকদার এই বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন তাওহিদে উল্যুহিয়াহ এর অংশ।

৩। তাওহিদে আসমা ওয়াস সিফাতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও গুণ সম্পর্কে বিশ্বাস ও সেগুলোর পরিপূর্ণ অনুসরণ তাওহিদে আসমা ওয়াস সিফাত এর অংশ। তাওহিদের বাকি দুইটি অংশের মতো তাওহিদে আসমা ওয়াস সিফাত এ ঈমান আনা ও এই সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা মুমিন হিসেবে আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল আসমাউল হুসনা

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَاۖ

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।“[সূরা আল’আরাফঃ১৮০]

আল আসমা হলো নাম এবং আল হুসনা হচ্ছে সর্বোত্তম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার জন্যই সমস্ত সুন্দর নাম সমুহ। তঁার নামসমূহ সর্বোত্তম এবং তিনি সর্বোত্তম গুণের অধিকারী। তঁার সকল নাম পরিপূর্ণ গুণ ও

বৈশিষ্ট্যের অর্থ বহন করে। এই সকল নাম সমূহ আল্লাহ'র প্রশংসা ও মহত্বের গুণ বর্ণনা করে। যা কিছু তিনি করেন সবকিছুর মাঝে রয়েছে হিকমাহ, জ্ঞান ও কল্যাণ। এমন কোন নাম নেই বা এমন কোন সিফাত নেই যা আল্লাহ তা'য়ালার কোন খারাপ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি সবসময়ই তঁার সিফাতে পরিপূর্ণ।

সাধারণত অর্থের দিক থেকে আল্লাহ তা'য়ালার নামকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সিফাতে যাত্যিয়া ঃ যে নামগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে স্থায়ীভাবে সবসময় রয়েছে। যেমনঃ আল-হাইয়্যু, আস-সামিউ, আল-বাসির ইত্যাদি।

২। সিফাতে ফে'লিয়াঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এমন নাম সেসব তঁার কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি চাইলে এসব কাজ করেন বা না চাইলে করেন না।

যেমন ঃ আর-রযযাক, আল-গফুর।

৩। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এমন নাম যেগুলো তঁার পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনঃ আল-কুদ্দুস।

৪। যে সকল নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একাধিক সিফাত এর অর্থ বহন করে। যেমনঃ আল-হামিদ।

এই নামটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রশংসাসূচক গুণকে উল্লেখ করে। এবং তঁার বাকি নাম গুলোও এই প্রশংসাসূচক অর্থই বহন করে।

আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কিছু নাম রয়েছে যেগুলো কুরআনে একত্রে এসেছে যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজের সিফাতকে আরো দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন।

যেমন العزيزالحكيم আজিজুল-হাকিম

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ : যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় (এবং) আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।

—(আল মায়িদাহ : ৩৮)

এখানে, ‘‘আল-আজিজ’’ আল্লাহ তা’য়ালার মহাপরাক্রমশালী গুণের কথা বলা হয়েছে ‘‘আল-হাকিম’’ নামটি আল্লাহর পরম প্রজ্ঞাময় গুণটিকে বুঝিয়েছে।

এই দুটো নামকে একত্রে এনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা নিজের সিফাতকে আরো দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হলেন মহাপরাক্রমশালী তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন তবে তিনি যা কিছু করেন তা তিনি হিকমাহ’র দ্বারা নির্ধারণ করেন যেখানে কোন অন্যায় থাকতে পারে না এবং তিনি যা করেন সেটাই সর্বোত্তম।

আবার, الغني الحميد(আল গনিয়্যুল-হামিদ)

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার অধিকারী।(সুরা আল-হাজ্জ্বঃ৬৪)

‘‘আল-গনিয়্যু’’ – সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী এবং ‘‘আল-হামিদ’’ হলেন প্রশংসনীয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা সম্পদে পরিপূর্ণ এবং তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। এবং তিনি সর্ববস্থায় প্রশংসিত। আমরা সবাই যেকোন প্রয়োজন এ তাঁর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হলেন এমন এক সত্তা যিনি নিজেই পরিপূর্ণ এবং তাঁর সৃষ্টির প্রশংসার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সকল ধরনের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। বরং আমরা তাঁর প্রশংসা করি আমাদের নিজেদের জীবনে বারাকাহ'র আশায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন এ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তঁার সুন্দর নামসমূহ নিয়ে তঁাকে ডাকতে। আমরা দু'আ ও যিকর এর সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার উত্তম নামসমূহ বেশি বেশি ব্যবহার করবো ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম আসলে কয়টি??

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নামের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তঁার অসংখ্য নাম রয়েছে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُـــلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا ،مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার পুত্র এবং আপনার এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল (নিয়ন্ত্রণ) আপনার হাতে; আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর; আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রতিটি নামের উসীলায়; যে নাম আপনি নিজের জন্য নিজে রেখেছেন অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকেও শিখিয়েছেন অথবা নিজ গায়েবী জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন—আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারণকারী এবং দুশ্চিন্তা দূরকারী।"

(আহমাদ ১/৩৯১, নং ৩৭১২ আর শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ গ্রন্থে ১/৩৩৭ একে সহীহ বলেছেন।)

আল্লাহর রাসূল(সাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস টি খেয়াল করলে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নামসমূহ কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। যে সকল নাম তিনি তঁার কোন সৃষ্টিকে জানিয়েছেন।

২। যে সকল নাম কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত।

৩। যে সকল নাম তিনি নিজের কাছে গোপন রেখেছেন।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই-এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, (তাই) বিজোড়কে ভালবাসেন।" (বুখারী, মুসলিম)[1]

[1] সহীহ : বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, আহমাদ ৭৬২৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১৬, ইবনু হিব্বান ৮১৭, সহীহ আল জামি' ২১৬৬।

এই হাদিসের অর্থ কখনোই এমন না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কেবল ৯৯টি নামই রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস অনুসারে আল্লাহ'র ৯৯টি নামের একটি তালিকা আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক ক্রম নেই। তাই সম্মিলিত মতৈক্যের ভিত্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট তালিকাও নেই। তাছাড়া কুরআন এবং হাদিসের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ্'র সর্বমোট নামের সংখ্যা ৯৯-এর অধিক, প্রায় ৪,০০০। অধিকন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার কিছু নাম মানবজাতির অজ্ঞাত রেখেছেন।

সুতরাং হাদিসের মতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামগুলো শিখার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে ,আমাদের করণীয় হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নামগুলো মুখস্থ করা, এগুলোর অর্থ জানা, সে অনুযায়ী আমল করা ও এই সুন্দর নাম

গুলো নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা কে ডাকা ও দু’আ করা এবং সে অনুযায়ী আর রহমান এর কাছে প্রতিদান এর আশা করা।

 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও গুণ সম্পর্কে বিশ্বাসের ৪ টি শর্ত ও বর্জনীয় কিছু কাজ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও সিফাতের ব্যাপারে নিম্নোলিখিত চারটি কাজ কিছুতেই করা যাবে না

১। তাহরীফঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আসমা ও সিফাতের মূল অর্থকে অস্বীকার করা এবং এর জায়গায় অন্য অর্থ নিয়ে আসা। যেমনঃ আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ'র দুই হাত রয়েছে কিন্তু এই হাত কে হাত হিসেবে অস্বীকার করে সেটার পরিবর্তে নিয়ামাহ মনে করা এই ধরনের কাজ তাহরীফ এর অন্তর্ভুক্ত।

২। তা' তীলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও সিফাত পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা তা'তীল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩। তা' ফীকঃ কোন কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কিভাবে করেন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা। যেমনঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন কিন্তু কিভাবে করেছেন এই জ্ঞান কেবল তঁারই আছে এবং এই বিষয় এ কোন রকম প্রশ্ন না করা।

৪। তামসীলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আসমা ও সিফাতকে কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন ঃ আমাদের দুই চোখ রয়েছে, কিন্তু এই দুটো চোখের তুলনা যেমন মাছির চোখের সাথে হয় না তেমনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার গুণগুলো কেবল তঁার জন্যই প্রযোজ্য সেগুলোর সাথে সৃষ্টির কোন কিছু তুলনা কোন ভাবেই করা যাবে না।

ইসমুল আজম

ইসমে আজম (আরবি: الاسم الأعظم) নামসমূহ দিয়ে আল্লাহর বড়ত্বকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইসমে আজমকে আল্লাহর মহান নাম (আরবি: اسم الله الأكبر)-ও বলা হয়ে থাকে। তবে ইসমে আজম আল্লাহর কোন নাম এটা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়না।শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের নিকট ইসমে আজম হচ্ছে আল্লাহর এক বিশেষ নাম এবং এক বিশেষ দোয়া। ইসলামী আলেমদের মতে, ইসমে আজম সহকারে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে অবশ্যই আল্লাহ্ এই দোয়া কবুল করে থাকেন।

যেমনটা হাদিসে এসেছে,

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসমে আজম দিয়ে দোয়া করে তার দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেন। (মুসনাদে আহমদ : ১২২০৫)

আল্লাহর কোন নাম বা কোন নামগুলো ইসমে আজম এটা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। ইসমে আজমের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে প্রায় ৪০টি মতামত বর্ণিত হয়েছে।

- আবদুল কাদের জিলানি বলেন, "ইসমুল আজম হলো 'আল্লাহ الله)' শব্দ। তবে শর্ত হলো তা পূর্ণ একাগ্রতা ও এখলাসের সঙ্গে বলতে হবে'।"

- ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা থেকে শুনেছি, আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যম হল, الله (আল্লাহ)।[১০] কেননা, এটি তাঁর সত্তাগত নাম। তাছাড়া কোরআন মজিদে এই নামটিই ২,৬৯৭ বার এসেছে। এত বেশি তাঁর অন্য নাম আসে নি।

- কারো কারো মতে رب শব্দটিই হলো ইসমে আজম।

- আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসায়মিন বলেন, "ইসমে আ'যম হচ্ছে আল-হা'ইয়্যু (চিরঞ্জীব) এবং আল-ক্বাইয়্যুম (চিরস্থায়ী)।

- তবে অনেক আলেমগণ বলেছেন, ইসমে আজম হলো এক আল্লাহর রহস্য, আল্লাহ্ এটা কাওকে জানান নাই, এটা জানা সম্ভবও না।

যেমন হাদিসে এসেছ্‌,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لك الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

অর্থ :" হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই; কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, সীমাহীন অনুগ্রহকারী; হে আসমানসমূহ ও যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।"

আনাস রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বৃত্তাকারে বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু'আর মধ্যে উপরের কথাগুলো বলল। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ইসমে আ'যম ধরে দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।

-[আবূ দাউদ, নং ১৪৯৫; তিরমিযী, নং ৩৫৪৪; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৫৮; নাসাঈ, নং ১২৯৯।]

আবার,

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) এই দু'আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে: (অনুবাদ): "আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী।" (বাক্বারাঃ ২৫৫) এবং "আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।" (২: ১৬৩)

ইসমে আজম সম্পর্কে বিভ্রান্তিঃ

বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভণ্ড ব্যক্তি ইসমে আজম নাম দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় সেগুলো ইসমে আজম নয়।

তাই আমরা স্পেসিফিক যেকোন একটি নামকেই শুধু ইসমুল আজম মনে করবো না। হাদিসে ইসমুল আজম হিসেবে যেসব নামের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রতিটি নামই দআতে ব্যবহার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে চাইবো ইন শা আল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কিছু নাম ও সেগুলোর সিফাত সম্পর্কে আলোচনাঃ

ﷲ (আল্লাহ)

আল্লাহ (The primary name of Allah (SWT). এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার মূল নাম ও কোন কোন আলেমের মতে এটিই হচ্ছে ইসমুল আজম।

আল্লাহ নামের মূল হচ্ছে ইলাহ অর্থাৎ মা'বুদ।

ব্যাখাঃ

সূরা ত্বহাতে এসেছে,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।“[সূরা আত্ব’ত্বহা:৮]

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

‘’’নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর’।“ [;সুরা আত’ত্বহা:১৪]

আল্লাহ নামের সাথেই বেশির ভাগ যিকর আযকার জড়িত,কুরআন এ নামটি ২২০০বারেও বেশি এই নাম এসেছে। এই নাম নিয়ে আল্লাহ'র কাছে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।

"আল্লাহ নামটি শুধুমাত্র উচ্চারণ করার যে প্রভাব সেটা কি আমি বলে কখনো শেষ করতে পারবো? এই একটি নাম রবের সমস্ত 'perfection' ও সৌন্দর্যকে একত্রিত করে। এরকম কখনো হয়নি যে এই নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে এবং তার ফলে যে জিনিসটা ছোট ছিলো সেটা পরিমাণে আরো বড় হয়ে গিয়েছে। এই আল্লাহ নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে এবং যেখানে ভয় ছিলো সেটা সরে গিয়েছে, যেখানে টেনশন ছিলো সেটা শান্তিতে পরিণত হয়েছে,যেখানে সংকোচন ছিলো সেটা প্রসারতা লাভ করেছে, পৃথিবীর যে দুর্বল মানুষ এই নাম উচ্চারণ করেছে, অন্তরের আন্তরিকতায় সেখান থেকে সে শক্তি লাভ করেছে, যে গরীব এই নাম উচ্চারণ করেছে সে ধনী হয়ে গিয়েছে, এই নামের বদৌলতে রব্বুল আলামিন দু'আ কবুল করেন দুঃখকষ্ট সরিয়ে দেন, বারাকাহ বাড়িয়ে দেন, দুর্বলতা সরিয়ে দেন,শয়তানের শয়তানিকে পরাস্ত করেন এবং কল্যাণ বাড়িয়ে দেন।" - ইবনুল কাইয়্যুম রহ.

আল্লাহ তিনি আমাদের রব,আমাদের মালিক, আমাদের আশা, ভরসা বিশ্বাস, এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছেন তিনি। তাই আমরা ঈমান আনবো কেবল আল্লাহর প্রতি,ইবাদাহ করবো কেবলমাত্র তাঁরই, তাঁর দেখানো পথেই চলবো,তাঁর আদেশ নিষেধ বিধি বিধান গুলো মেনে চলবো যাতে আমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারি ইন শা আল্লাহ।

الرب(রব)

রব الرَّبُّ শব্দের অর্থ: প্রভু, প্রতিপালক, স্রষ্টা, পরিচালক, মালিক, অধিপতি ইত্যাদি।

- ব্যাখ্যা:

এটি মহান আল্লাহর একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ নাম।

তিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, অধিপতি, পরিচালক এবং প্রতিপালক। তিনি সৃষ্টি জগতকে অসংখ্য নিয়ামত সহকারে প্রতিপালন করেন আর তার প্রিয়ভাজনদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন যেন তাদের অন্তরগুলো সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনিই সৃষ্টিকুলকে তাঁর নেয়ামতরাজি দিয়ে প্রতিপালন করেন, তাদেরকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। তিনি মুমিন বন্ধুদের অন্তর যেভাবে সংশোধন হয় সেভাবে যত্নসহকারে লালন-পালন করেন। তিনিই মালিক, স্রষ্টা, নেতা ও পরিচালক।

কুরআনে এ নামটি ৯০০ বার উল্লেখিত হয়েছে। আল কুরআনের শুরুতে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার এই মর্যাদাপূর্ণ নামটি উল্লেখ করেছেন।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।" [সূরা আল-ফাতিহাঃ১]

আল্লাহ তা'য়ালার এই প্রভূত্বকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। সাধারণঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই প্রভূত্বের মাঝে তঁার সমস্ত সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। যার মাঝে মুমিন, কাফির, মুশরিক সবাই অন্তর্ভুক্ত।তিনিই সকলের রব এবং তিনিই সমস্ত কিছু প্রতিপালন করেন।

২। স্পেসিফিকঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই প্রভূত্ব তঁার প্রিয় বান্দাদের জন্য। তিনি তঁার প্রিয় বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়াশীল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার এই নামের প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হচ্ছে সকল সৃষ্টির প্রভূত্ব কেবলমাত্র তঁারই,এতে কারো কোন অংশীদারত্ব নেই। ইবাদাতের হকদার কেবলমাত্র তিনিই এটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ও তার উপর আমল করা।

الرحمان(আর-রহমান)

শাব্দিক অর্থঃ

আর-রহমান – অসীম দয়ালু, সবচেয়ে কল্যাণময়(The most merciful)

পারিভাষিক অর্থঃ

এই নামটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তা'য়ালার প্রাইমারি নাম। আর রহমান নামটি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য স্থায়ী যা অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন অসীম দয়ার অধিকারী।তিনি এমন সত্তা যিনি তঁার বান্দাদের প্রতি সবসময় দয়া করেন।

নামটির দলিলঃ

"আর-রহমান" নামটি কুরআন এ এসেছে প্রায় ৫৭ বারের বেশি। সুরা ফাতিহার শুরুতে এই নামটি এসেছে ও যেকোন সূরা শুরু করার আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামটি ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা মারইয়ামে বলেছেন,

أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

"সে কি গায়েব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, না পরম করুণাময়ের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?" [সূরা মারইয়াম:৭৮]

সুরা ফুরকানে এসেছে,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

"যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর।" [সূরা আল-ফুরকান:৫৯]

আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও দয়া তাঁর সকল সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে এটা বুঝানোর জন্য উপরিউক্ত আয়াত তিনি তাঁর আর-রহ্মান নামের সাথে ইস্তাওয়া – সিংহাসনে আরোহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড়।একজন মুমিনের কখনো উচিত না তঁার দয়া থেকে নিরাশ হওয়া। আমাদের গুণাহ যত বেশিই হোক না কেন আমরা কখনোই আল্লাহ'র দয়া থেকে নিরাশ হবো না।

রাসূল(সাঃ) বলেছেন, আকবার কাবায়ের বা বড় গুণাহ হলো,

১। শিরক ২। আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

আমাদের গুণাহ যদি আকাশ সমান ও হয় আর-রাহমান এর দয়া এর চেয়েও বেশি। তঁার দয়া সবসময় তঁার ক্রোধ কে ছাপিয়ে যায়।তাই আমরা এই নাম নিয়ে রহমান কে ডেকে ডেকে বেশি বেশি দুনিয়াবি রহমত ও আখিরাতে নাজাতের তাওফিক চাইবো ইন'শা'আল্লাহ।

الرحيم (আর-রহিম)

শাব্দিক অর্থঃ

আর-রহিম – অতিশয় মেহেরবান।

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন সেই সত্তা যিনি কোন রকম পাওয়ার আশা ছাড়াই আমাদের প্রতি সবসময় দয়া করে যাচ্ছেন এবং এই রহমত শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বিশেষ বান্দাদের জন্য, তঁার মুমিন বান্দা ও প্রিয় বান্দাদের জন্য। যে রহম তঁারা দুনিয়াতে তো পাবেই এবং আখিরাতেও রহিম এর এই রহমত তাদের জন্য থাকবে।

যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

“তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দো‘আ করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু।“[সূরা আল’আহযাব]

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআনে এসেছে প্রায় ১৪ বারের বেশি।

সূরা বাকারাহ তে এসেছে,

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

“অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।“[সুরা আল বাকারাহঃ৩৭]

الملك (আল-মালিক)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-মালিক – সর্বকর্তৃত্বময় (The internal lord)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-মালিকالملك, আল-মালিকالمالك): যার রাজত্ব রয়েছে তিনি মালিক তথা অধিপতি গুণে গুণান্বিত। এটি বড়ত্ব,অহংকার,ক্ষমতা,পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলী। সৃষ্টি, আদেশ-নিদেশ ও প্রতিদান প্রদান যার একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে তিনিই আল-মালিক।

ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সব কিছুর ওপর তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র মালিকানা, সবাই তাঁর দাস-দাসী ও তাঁর কাছেই অভাবী ও মুখাপেক্ষী।তিনি আদেশদাতা, নিষেধকারী, সম্মানদানকারী, সম্মান হরণকারী, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বান্দার সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি যেভাবে চান সেভাবে তাদের কার্য পরিবর্তন করেন, আসমাউল হুসনার অন্যান্য নামের যে অর্থ রয়েছে তার সবগুলো আল-মালিকের মধ্যে বিদ্যমান

সূরা মূলক এ আল্লাহ বলেছেন,

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

“বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।“[সূরা’মূলক:১]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

১/ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হচ্ছেন সমস্ত কিছুর মালিক। আমাদের হাত,পা সকল কিছুই আমাদের রবের মালিকানাধীন এবং এগুলো আমাদের কাছে আমানাহ। এটা আমাদের জন্য খুব powerful রিমাইন্ডার। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গের মালিকানা আমার নেই এগুলো আমার কাছে আমানাহ এগুলো দ্বারা গুনাহ করার অর্থ হলো আমানতের খিয়ানাত করা যার জন্য কিয়ামত দিবসে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের জন্য গুণাহ থেকে বেচে থাকা অনেক সহজ হবে ইনশা’আল্লাহ।

২। দুনিয়াবি দুঃখ, কাউকে হারানোর যে বেদনা সেটা প্রশমিত করতে আল্লাহ তা’য়ালার এই নামটি আমাদের সাহায্য করবে ইন শা আল্লাহ। এই দুনিয়ার সবকিছুই আল্লাহর আমার যতো প্রিয়জন আমার সম্পদ সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। এগুলো সাময়িক সময়ের জন্য আমার কাছে আমানাহ মাত্র। তাই এগুলো হারানোর দুঃখে আমরা এতোটা বিচলিত হবো না যা আমাদের রবের নাফরমানীর কারণ হয়ে যায়।

القدوس (আল- কুদ্দুস)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-কুদ্দুস – পবিত্রতম রব(The pure one)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আল-কুদ্দূস (পূত:পবিত্র, নিখুঁত), আস-সালাম (ত্রুটিমুক্ত) অর্থাৎ সর্ব প্রকারের কমতি, দোষ-ত্রুটি ও সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য থেকে তিনি

মহান, পুত:পবিত্র। তিনি যাবতীয় দোষমুক্ত, তাঁর পূর্ণতার সমকক্ষ হওয়ার সাদৃশ্য হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ

"তাঁর মতো কিছুই নেই।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: **১১**]

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআনে এসেছে মোট দুইবার

সূরা হাশর এ আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।"[সূরা আল-হাশরঃ২৩]

সূরা জুম'আহ তে এসেছে,

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

"আসমানসমূহে এবং যমীনে যা আছে সবই পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহর। যিনি বাদশাহ, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা আল'জুম'আহঃ১]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন সব পবিত্রতম সত্তা, আমরা আল-কুদ্দুস এর বান্দা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেমন পবিত্র তেমনি তিনি তঁার বান্দাদের পবিত্রতার বিষয়টিকেই পছন্দ করেন। বাহ্যিক ইবাদাতের সময় যেমন আমরা নিজেদের পবিত্র করি ওযু বা গোসলের মাধ্যমে তেমনি আমাদের অন্তরের পবিত্রতাও জরুরী। নিজেদের গুণাহ থেকে বাচিঁয়ে রাখা, হারাম থেকে দূরে রাখা এবং আল-কুদ্দুস এর সকল অপ্রিয় কাজ থেকে দূরে রাখার মাধ্যমেই একমাত্র অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা সম্ভব। তাই আমরা যখনই অন্তর এ কোন রোগ এর উপস্থিতি টের পাবো অন্তরের

পরিশুদ্ধর জন্য আমরা আল-কুদ্দুস কে বেশি বেশি ডাকবো। কারণ একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের সমস্ত গোমরাহি থেকে দূরে রাখতে।

السلام (আস-সালাম)

শাব্দিক অর্থঃ

আস-সালাম – শান্তিদাতা, নিরপত্তা দানকারী।

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন আস-সালাম। তিনি সমস্ত শান্তির ধারক, তিনি সকল অর্থাৎ তিনি এমন পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করবেন-যারপর কোন ভয় থাকবে না এবং এমন ব্যাপক ক্ষমা করবেন, যার পরে কোন শঙ্কা থাকবে না।

সালাম শব্দটি শান্তি অর্থে কুরআন এ অনেক জায়গায় এসেছে। তবে নাম হিসেবে এসেছে এক জায়গায়।

সূরা হাশরে আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।" [সূরা আল- হাশরঃ২৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন শান্তিদাতা। প্রকৃত শান্তি কেবল তাঁরই কাছে। তাঁকে ছেড়ে অন্য যা কিছুতেই আমরা শান্তি খুজতে যাই না কেনো শান্তি কখনোই পাওয়া সম্ভব না।

মানুষের মাঝে একটা ভূল ধারণা রয়েছে সেটা হলো অনেকে অর্থ সম্পদ কে শান্তির উৎস মনে করে অথচ কতো শতো অর্থ সম্পদের মালিক, দুনিয়াবি সফল মানুষদের মাঝে আজকাল হতাশা ও আত্নহত্যার হার বেশি।আবার এই শান্তির খোঁজ এ অনেকে

হারামে ডুবে থাকেন দিন রাত। অথচ এসবের কোন কিছুর মাঝেই শান্তি নেই। শান্তির মালিক যিনি তঁাকে ছেড়ে, তঁার নাফরমানি করে শান্তি খুজে পাওয়া কখনোই সম্ভব না। একমাত্র তঁার প্রতি পূর্ণ আত্নসমর্পণের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি।

আস সালাম নামের একটি সুন্দর প্রায়োগিক দিক হলো একে অপরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া। এই সালাম দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তেমনি আমি যখন অন্যকে সালাম দিবো তখন তঁার জান, মাল সবকিছুই আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। কারণ আমি যখন কারো জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি, রাহমাহ ও বারাকাহ'র দু'আ করবো তখন তার অনুপস্থিতিতে তার কোন ক্ষতি করা,গীবত করা বা হিংসা এসব আমার জন্য কখনোই শোভনীয় নয়।

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

''তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।'' (মুসলিম)

المؤمن(আল-মু'মিন)

শাব্দিক অর্থ ঃ

আল-মু'মিন (নিরাপত্তাদানকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী)

আল-মু'মিন হলেন, যিনি তাঁর নিজের পরিপূর্ণ সিফাতের, পূর্নঙ্গ ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন, যিনি তাঁর রাসূলগণকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ ও রাসূলদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, যা তাদের সত্যতা ও তাদের আনিত কিতাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে

কুরআনের দলিলঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّار

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন তঁার একত্ববাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষী এবং আমাদের ঈমানের সত্যতা যাচাই করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা যখনই আমাদের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা অনুভব করবো বা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবো আমরা আল-মু'মিন কে ডেকে ডেকে সাহায্য চাইবো ইন'শা'আল্লাহ।

العزيز (আল-আযিয)

শাব্দিক অর্থ ঃ

আল-আযিয- মহাপরাক্রমশালী(The All Mighty)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-আযীয হলেন যার রয়েছে সকল মর্যাদা। ক্ষমতার মর্যাদা, বিজয়ের মর্যাদা, কোন কিছু বারণ করার মর্যাদা। সুতরাং সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁকে ধরা ছোঁয়া অসম্ভব, কেউ তাঁর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। তিনি সমস্ত অস্তিত্বশীলকে ধমক ও ক্ষমতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন, সৃষ্টিকুল তাঁর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁর মহা ক্ষমতা ও বড়ত্বের কারণে সবাই তাঁর সমীপে নতশির।

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআন এ এসেছে প্রায় ৯২ বারের মতো

সূরা আল এ ইমরান এ এসেছে,

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"নিশ্চয় এটি সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাপূর্ণ।"

[সূরা আল-ই-ইমরানঃ৬২]

সূরা আন আম এ আল্লাহ বলেন,

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

"(তিনি) প্রভাত উদ্ভাসক। তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক। এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ।"

[সূরা আল-আন’আমঃ৯৬]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

১। আমার রব হলেন আল-আযিয। আমরা তাঁর ইবাদাহ করি। তাই আমরা শুধু ভরসা করবো আল-আযিয এর উপর অন্য কোন পরাশক্তি কে আমরা কখনোই ভয় পাবো না। আল আজিজ এর পথে চলতে গিয়ে যত বাধা যত অপমানই আমরা সহ্য করি না কেনো আমরা ভয় পাবো না। পর্দা করা, দ্বীন মেনে চলার ব্যাপার এ কোন মানুষের কোন কটু কথাকে আমরা ভয় পাবো না।

আমরা নবী - রাসূল দের জীবনী থেকে শিক্ষা পাই তাঁরা আল-আজিজ এর উপর এতোটা ভরসা করতেন যে তাঁরা কোন বাধা বিপত্তিকে কখনোই ভয় পেতেন না। তাঁরা জানতেন ইজ্জত, সম্মানের মালিক হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। একমাত্র তিনিই পারেন সমস্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে।

সেরকম আমরাও কখনো হাজার বাধা বিপত্তিতে হলেও আল্লাহ'র পথ থেকে পিছপা হবো না। যখন মানুষের আচরণ কটু কথায় আমাদের প্রচন্ড কষ্ট হবে, মানসিক শক্তি

কমে যাবে, পা টাকে দুর্বল মনে হবে বা কারো কাছ থেকে ক্ষতির আশংকা মনে হবে আমরা আল আজিজ কে ডেকে ডেকে বার বার সাহায্য চাইবো ইন শা আল্লাহ।

২। আমাদের রব হলেন আজিজুল-গফুর। সাধারণত আমরা দেখি যাদের একটু ক্ষমতা বেশি থাকে তারা মানুষের উপর জুলুম করে। কিন্তু আমাদের রব সবচেয়ে শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষমাশীল এবং তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই আমরা কখনো আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ হবো না।

৩। আল-আজিজ চাইলে জোরপূর্বক আমাদের শাস্তি ও আযাব দিতে পারেন।তিনি আমাদের যেকোন গুণাহের কারণে আমাদের আযাব দিতেও সক্ষম। তাই আমাদের সবসময়ই গুণাহের ব্যাপার এ সতর্ক থাকা উচিত।

আমরা আল-আজিজ ডেকে সাহায্য চাইবো অন্তরের আত্নশুদ্ধির ব্যাপার এ এবং হিদায়াহ'র পথে অটল থাকার ব্যাপার এ। আল-আজিজ আমাদের সমস্ত গুণাহ থেকে বেচে থাকার তাওফিন দান করুন।

الوهاب (আল-ওয়াহহাব)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ওয়াহহাব- সবকিছু দানকারী (The Supreme Bestower)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হচ্ছেন আল-ওয়াহহাব। তিনি সবকিছু দানকারী। তিনি আমাদের সবকিছুই দিতে পারেন এবং সীমাহীন ভাবে দিতে পারেন। তিনি সবকিছু দিতে সক্ষম। আমরা আমাদের যাবতীয় সব প্রয়োজন আল-ওয়াহহাব এর কাছে চাইবো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা বান্দাদের সবকিছু দেন তঁার হিকমাহ ও জ্ঞান দ্বারা। যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর তিনি আমাদের তাই দেন। আমাদের যা কিছুই প্রয়োজন হোক না কেন আমরা আল ওয়াহহাব এর কাছে তবে অবশ্যই সেটা

হালাল হওয়া শর্ত। সুলাইমান আলাইহিসসালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে এভাবে দু আ করেছিলেন,

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

সুলাইমান বলল, 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।[সূরা-স্বদঃ৩৫]

সুতরাং আল-ওয়াহহাব এর কাছে চাইতে আমাদের কখনোই কার্পণ্য করা উচিত না কারণ আমরা জানি এ চাওয়া কখনোই বিফলে যাবে না।কারণ আমরা জানি দু'আ কখনও বৃথা যায় না।

তিন পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। যখন কোনো মুমিন ব্যক্তির দোয়ায় কোনো পাপ থাকে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে দোয়া কবুল করেন।

পদ্ধতি তিনটি হলো—১. সে যে দোয়া করেছে, হুবহু তা কবুল করে দুনিয়াতে দেওয়া হয়। ২. তার দোয়ার প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ৩. দোয়ার মাধ্যমে তার অনুরূপ কোনো অমঙ্গলকে তার থেকে দূরে রাখা হয়।' (মুসনাদে আহমদ: **১১১৩৩**)

তাই আল-ওয়াহহাব এর কাছে আমর বিনয়ের সাথে মন খুলে চাইবো এবং আমরা যা কিছু পাবো এবং পাবো না সবকিছুর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো ও তঁার প্রতি সুধারণা রাখবো এবং ভরসা করবো কেবল তঁারই উপর।

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআনে কাজ হিসেবে অনেকবার আসলেও নাম হিসেবে এসেছে মোট তিনবার

সূরা-আল-ইমরান এ এসেছে,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

“হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।“[সূরা আল-ইমরানঃ৮]

সূরা স্বদ এ এসেছে,

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ

“তাদের কাছে কি তোমার রবের রহমতের ভান্ডার রয়েছে যিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম দাতা।“ [সূরা আস’স্বদঃ৯]

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

সুলাইমান বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।“ [সূরা স্বদঃ৩৫]

الفتاح (আল-ফাত্তাহ)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ফাত্তাহ – বিজয়দানকারী (The Supreme Solver)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-ফাত্তাহ হলেন যিনি তাঁর আহকামুশ শর‘ঈয়্যাহ, আহকামুল কাদরীয়্যাহ ও আহকামুল জাযায়ের দ্বারা বান্দার মাধ্যে ফয়সালা করেন, যিনি তাঁর স্নেহে ও ভালোবাসায় সাদিকীনদের চক্ষু খুলে দেন, তাঁকে চিনতে, ভালোবাসতে ও তাঁর সমীপে আকুতি-বিনয়ী হতে তাদের অন্তরসমূহ খুলে দেন, তিনি তাঁর রহমত ও নানা ধরণের রিযিকের দরজা খুলে দেন, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের উপায়সমূহ বলে দেন।

আল্লাহর ফয়সালা দুধরণের:

প্রথমত: তাঁর দীনি (শরী‘আতের বিধানের মাধ্যমে) ও জাযায়ী (প্রতিদান দানের মাধ্যমে) হুকুমে ফয়সালা করা।

দ্বিতীয়ত: তাঁর কাদরী হুকুম তথা তাকদীরে ইতিপূর্বে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করা।

তাঁর দীনি হুকুমের দ্বারা ফয়সালা বলতে বুঝায়, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মুকাল্লিফদের প্রয়োজনীয় যেসব বিধান শরী‘আতে বিধিবদ্ধ করেছেন সেসব বিধানে ফয়সালা এবং তারা সেসব সরল-সঠিক পথে সুদৃঢ় ভাবে চলত। আর জাযায়ী হুকুমের দ্বারা ফয়সালা বলতে বুঝায়, তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে, তাঁর প্রিয়জন (অলীদের) ও তাদের শত্রুদের মধ্যে যেসব বিরোধ ছিল তিনি তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে সাহায্য করে সম্মানিত করেছেন ও বিজয় দান করেছেন; পক্ষান্তরে তাদের বিরোধী শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও পরাজিত করেছেন। এমনিভাবে কিয়ামতের দিনে তাঁর মহাফয়সালা এবং সে দিন সৃষ্টিকুলের প্রত্যেক আমলকারীকে তাদের আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন।

অন্যদিকে তাঁর কাদরী হুকুম বলতে বুঝায়, তিনি বান্দার ভাগ্যে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, উপকার-ক্ষতি ও দান-বারণ যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করা।আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ٢﴾ [فاطر :٢]

“আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

[সূরা ফাতির, আয়াত: ২]

অত:এব, রাব্বুল আলামীন হলেন শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে তাঁর দান ও সম্মানের ভাণ্ডার থেকে দান করে ফয়সালা করবেন,

আর তাঁর শত্রুদেরকে অপমানিত ও শাস্তি দিয়ে ফয়সালা করবেন। এটিই তাঁর দয়া ও ন্যায় পরায়নতা।

নামটির দলিলঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

“বলুন, আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা সাবা’, আয়াত : ২৬]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হলেন আল-ফাত্তাহ। আমাদের সকল প্রয়োজন, আমরা যখন কোন কিছু ভুলে যাই, কোন কাজ আটকে যায়, বা আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায় যেকোন কষ্টকর মূহুর্তে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার এই নাম নিয়ে তঁার কাছে সাহায্য চাইতে পারি ইন’শা’আল্লাহ।

السميع (আস-সামি'অ)

শাব্দিক অর্থঃ

আস-সামিই – সর্বশ্রোতা(The All Hearer)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হলেন আস-সামি অর্থ্যাৎ সর্বশ্রোতা, যিনি ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের ভাষা ও তাদের অভাব বুঝতে পারেন। তাঁর কাছে গোপন হলো প্রকাশ্যের মতোই, যেমনিভাবে দূরত্ব তাঁর কাছে নিকটবর্তীর মতো।

আল্লাহর শ্রবণ দুধরণের:

প্রথমত: সমস্ত প্রাণীর প্রকাশ্য, গোপনীয়, স্পষ্ট, অস্পষ্ট সব ধরণের আওয়াজ তিনি শুনেন এবং সব কিছুই তিনি পরিপূর্ণভাবে বেষ্টন করে আছেন।

দ্বিতীয়ত: তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী, দো‘আকারী ও ইবাদতকারীর প্রার্থনা তিনি শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন, তাদের কর্মের প্রতিদান দেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ٣٩

“নিশ্চয় আমার রব দো‘আ শ্রবণকারী।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৯]

নামটির দলিলঃ

সূরা ত্বহা তে আল্লাহ বলেন,

قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

“তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি” – (সূরা আত’ত্বহা:৪৬)

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা তঁার হিকমাহ'র মাধ্যমে আমাদের নিকটবর্তী এবং তিনি সমস্ত কিছু শোনেন। শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ রুপ কেবল তঁার জন্য এবং তিনি ছাড়া ইবাদাতের হকদার আর কেউ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার এই গুণগুলো আমরা অন্তর দিয়ে অনুধাবন করবো, আমরা যখন কিছু বলবো অবশ্যই উত্তম কথা বলবো কারণ আমাদের রব আস সামী তিনি আমাদের শুনছেন এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়ে সাহায্য চাইবো ইন’শা ‘আল্লাহ।

সূরা ফুসসিলাত এ এসেছে,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

“আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।“

(সূরা ফুসসিলাত:৩৬)

العليم (আল-আলিম)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-আলিম- সর্বজ্ঞানী (The All Knowing)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-‘আলীম হলেন, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, গোপনীয়-রহস্যময়, ঘোষিত-অঘোষিত, অত্যাবশ্যকীয়-অনত্যবশ্যকীয়, সম্ভব-অসম্ভব, ঊর্ধ্বজগত-নিম্নজগত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সবকিছুই তিনি বেষ্টন করে রেখেছেন ও তিনি জ্ঞাত আছেন।

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআন এ এসেছে প্রায় ১৫০ বারের ও বেশি

যেমন সূরা আনআম এ এসেছে,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

“আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।“

[সূরা আল আন’আম:১১৫]

সূরা ইব্রাহিম এ আল্লাহ বলেছেন,

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ

“হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমান।“

[সূরা ইব্রাহিম:৩৮]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা আমাদের ব্যাপার এ সবই জানেন, কিসে আমার কল্যাণ ও অকল্যাণ সকল জ্ঞানই আমার রবের নিকট রয়েছে এবং তিনি উত্তম ভাবে জানেন

কখন কোন জিনিস আমার জন্য প্রয়োজন, তাই আমরা জীবনের সকল পরিস্থিতিতে আল আলিমের উপর ভরসা রাখবো ও তঁার সকল ফায়সালার উপর শুকরিয়া আদায় করবো ইন’শা’আল্লাহ।

البصير (আল-বাসির)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-বাসির সর্ববিষয়-দর্শনকারী, সর্বদ্রষ্টা

পারিভাষিক অর্থঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) হলেন যিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুতে তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে বেষ্টন করে রেখেছেন; এমনকি অন্ধকার রাতে নির্জন মরুভূমিতে একটি কালো পিপীলিকার সন্তর্পণে চলার আওয়াজও তিনি শুনতে পান, তাঁর কাছে সে আওয়াজটি পর্যন্ত গোপনীয় নয়। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব ধরণের সব কিছুই দেখতে পান, বস্তুর সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্মতম চলার আওয়াজ, বৃক্ষের অভ্যন্তরে চলামান পানির আওয়াজ, এর শিকর, ছোট-বড় যাবতীয় উদ্ভিত সব কিছুই তিনি শুনতে পান ও দেখতে পান। তিনি পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা-মাছি ও এর চেয়েও ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের অভ্যন্তরের শিরা উপশিরা সব কিছুই দেখতে পান। সেই মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যার বড়ত্ব, মহাত্ব, সুবিস্তৃত গুণাবলী, পরিপূর্ণ আযমত (বড়ত্ব), সূক্ষ্মতা, অদৃশ্যের সংবাদ ও জ্ঞান, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংবাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তিনি মানুষের চোখের পলক, চক্ষুসমূহের খেয়ানত, অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে ও জিহ্বার নড়াচাড়াসহ সব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিস অবগত আছেন।

নামটির দলিলঃ

নামটি কুরআনে এসেছে ৪০ বারের বেশি

সূরা আল হাজ্জ্ব এ আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।[সূরা আল'হাজ্জ্ব:৬১]

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আল-বাসির। তিনি আমাদের সবসময়ই পর্যবেক্ষণ করেন। আমরা যা কিছু করি সবই তিনি দেখেন।যখন আমরা এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবো আমাদের জন্য যেকোন ইহসান এর সাথে করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

প্রশিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরাঈলে' হযরত জিবরাঈল আ. রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কী? জবাবে প্রিয় নবী (সা.) বললেন 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।' (সহীহ বুখারী : ৫০)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের প্রতিটি কাজকে ইহসানের সাথে করবার তাওফিক দিন এবং আল বাসির আমাদের গুণাহ থেকে সর্বাবস্থায় হিফাজত করুন।

العلي،الءعلي،المتعالي (আল-আ'লা, আল-আ'লিয়্যু, আল-মুতা'আলি)

আল-আলি, আল-আ'লা, আল-মুতা'আলি নাম গুলো কুর'আনে বহু জায়গায় এসেছে। নামগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার উচ্চা মর্যাদার বিষয়টিকে ঈঙ্গিত করে।

শাব্দিক অর্থঃ

আল-আলি – উচ্চ মর্যাদাশীল (The most High, the one who is clear from the attributes of creatures)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উপরে এবং এই নামটি কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে।

আল-আ'লা – সৃষ্টির গুণাবলির উর্ধ্বে

আল-আলা নামটিও উচ্চ মর্যাদাশীল হিসেবেই এসেছে তবে আমরা যা কিছুর সাথে তুলনা করিনা কেনো আমাদের রব হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে।

আল-মুতা'আলি – সৃষ্টির গুণাবলির উর্ধ্বে (The extremely exalted one)

আমাদের উপলব্ধি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার সত্তা, তঁার শক্তি এবং তঁার যা কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেসব থেকেও তিনি সমস্ত কিছুর উপরে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত কিছুর উপরে। এই উপর বলতে আমরা যা বুঝায় সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। উল্যুয়্যুত জাতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার সত্তা হিসেবে সমস্ত কিছুর উপরে।

২। উল্যুয়্যুল ক্বদরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার নাম ও সিফাতের ব্যাপারেও তিনি সমস্ত কিছুর উপরে। এইটার সাথে কোন কিছুর তুলনা কখনোই সম্ভব না বা কোন রকম উপলব্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

৩। উল্যুয়্যুল ক্বহরঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং এদিক থেকেও তঁার কাছাকাছি যাওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামগুলো এবং কুর'আনে অনেক আয়াত এবং হাদিসের কিছু ব্যাখ্যা এসেছে যা দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উপরে আছেন। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত জায়গায় বিরাজমান, তিনি সবখানে আছেন এটি সম্পূর্ণ ভূল কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কেবলমাত্র আরশের উপরে আছেন, তবে তিনি তঁার হিকমাহ ও তঁার জ্ঞান দ্বারা আমাদের নিকটবর্তী, তিনি সবসময় আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যে সমস্ত কিছুর উপরে আছে এ বিষয় এ কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ

সূরা ফাতির এ এসেছে,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۖ وَمَكْرُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ

“কেউ যদি সম্মান চায় (তবে তা যেন আল্লাহর কাছেই চায়) কেননা সকল সম্মান আল্লাহরই। তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভাল কথা* আর নেক আমল তা উন্নীত করে। আর যারা মন্দকাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব আর ওদের ষড়যন্ত্র তো নস্যাৎ হবে।“ [সুরা আল-ফাতির:১০]

* ভাল কথা বলতে বুঝানো হয়েছে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কারো মতে তা হল ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। কেউ বলেন, তা হল আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। ইমাম শাওকানী বলেন, যে কোন উত্তম ও ভাল কথা এখানে বুঝানো হয়েছে।

সূরা আস সাজদাহ তে আল্লাহ বলেন,

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

“আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে উপরে পৌছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হাজার বছর। “- (সাজদাহ:৫)

এছাড়া হাদিসে এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার কাছে হাত উচু করে দু আ করতে বলা হয়েছে যা ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'য়ালা উপরে আছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আঙুল উঁচু করে দেখিয়েছেন আল্লাহ যেনো তঁার কথার সাক্ষী থাকেন যা দ্বারাও আমরা বুঝি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা উপরে আছেন।

আমরা যখন জানবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে তিনি সকল কিছুর উপরে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা তঁার ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখতে পারবো ইন'শা'আল্লাহ।

الكبير،العظيم (আল-কাবির, আল- আযিম)

শাব্দিক অর্থ

আল-আযিম – সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল (The magnificent one,The great one)

আল-কাবির – সুমহান (the Most great)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-আযীম (মহা মর্যাদাপূর্ণ, অতি বিরাট) নামটিতে সব ধরণের বড়ত্ব, মর্যাদা, অহংকার, সম্মান, সৌন্দর্য যা সকলের অন্তর ভালোবাসে ও রূহসমূহের সম্মান প্রদর্শন সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর পরিচয় লাভকারী সকলেই জানেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য জিনিসের বড়ত্ব ও মর্যাদা যতোই বেশি হোক না কেন, তাঁর বড়ত্ব, সুমহানত্ব, ও সুউচ্চতার কাছে সেগুলো অতি নগণ্য, কিছুই না।

নামটির দলিলঃ

কুর'আনে বিভিন্ন জায়গায় এই নাম দুটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সূরা আত'তাওবাহ তে এসেছে,

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহাআরশের রব'।"[সূরা আত –তাওবাহ:১২৯]

সূরা আল-হাজ্জ এ আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ

আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।"[সূরা আল-হাজ্জ্ব:৬২]

আমাদের উপলব্ধিঃ

জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর তা'যীম তথা সম্মান ও মর্যাদা দুধরণের:

প্রথম প্রকার: তিনি প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ পূর্ণতায় গুণান্বিত, সেসব পূর্ণতার সর্বোচ্চ পূর্ণতা, সর্বাধিক পূর্ণতা ও সর্ব প্রশস্ত পূর্ণতা একমাত্র তাঁরই। তাঁর রয়েছে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ জ্ঞান, বাস্তবায়িত কুদরত, অহংকার, বড়ত্ব ও মহত্ব। তাঁর বিরাটত্ব ও বড়ত্বের উদাহরণ হলো, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু] ও অন্যদের বর্ণিত হাদীস অনুসারে আসমান ও জমিন রহমানের তালুতে একটি সরিষা দানার চেয়েও ছোট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ

"আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।"

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৬]

দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহর মহান সম্মান ও মর্যাদার মতো সৃষ্টিকুলের কেউ সে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী নয়। আল্লাহ বান্দার অন্তরের দ্বারা, যবানের দ্বারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। আর সে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার উপায় হচ্ছে তাঁকে যথার্থ রূপে চিনতে ও জানতে, ভালোবাসতে, তাঁর সমীপে বিনয়ী ও নতজানু হতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করা, তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের কাছে বিনয়ী ও নত হওয়া, তাঁকে ভয় করা, যবানের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাঁর শুকরিয়া ও ইবাদত করা। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের আরো উপয় হচ্ছে তাঁকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর অবাধ্যতা না করা, তাঁর যিকির করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর নি'আমতের অকৃতজ্ঞ না হওয়া। তাঁকে সম্মানের আরো পন্থা হলো তিনি যা কিছু হারাম করেছেন

ও শরী'আতসম্মত করেছেন সেগুলোকে সবসময়, সর্বস্থানে সম্মান করা ও মেনে চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ

"এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

(আল-ক্বউইউ,আল-মাতিনু)القوي،المتين

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ক্বউইউ- পরম শক্তির অধিকারী (The strong One, the one with the complete power)

আল-মাতীন- সুদৃঢ় (The firm one, the one with extreme power)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন পরিপূর্ণ শক্তির অধিকারী। এই শক্তির উপর কেউ ক্ষমতা রাখতে পারে না এবং কেউ তাঁকে দুর্বল করার ক্ষমতা রাখে না। তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন এবং কোন কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে না।

নামটির দলিল:

আল-ক্বউইউ নামটি কুরআন এ অনেক জায়গায় এসেছে। আল মাতিন নামটি পুরো কুরআন এ একবার এসেছে।

সূরা আয'যারিয়াত এ নাম দুটি একত্রে এসেছে,

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ

"নিশ্চয় আল্লাহই রিয্কদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"[সূরা আয'যারিয়াত:৫৮]

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন আল-ক্বউইউ, তিনি সমস্ত শক্তির অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার এই শক্তি দ্বারা নবী- রাসূলদের সাহায্য করেছেন, তঁাদের কদমকে সুদৃঢ় করেছেন, তিনি জালেমদের ধ্বংস করেছেন। তিনি আকাশকে বিনা খুটি তে ধরে রেখেছেন জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এসব ধ্বংস করার ক্ষমতা একমাত্র তঁার ছাড়া আর কারোর নেই। তিনি আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রিযক্ব দেন। তিনি যা চান সবই করতে সক্ষম এবং তিনি একবার হও বললেই সমস্ত কিছু হয়ে যায়। এ সবকিছুই তঁার শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ।

আমরা জানি আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, ভরসা সবকিছুই আমাদের রব। এরপরও সামান্য কারণেই আমরা আমাদের রবের সাথে নাফরমানি করে বসি যা একজন মুমিনের জন্য কখনোই শোভনীয় নয়। মুমিনের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থই হলো সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে আমার রব সমস্ত কিছু করতে সক্ষম। জালিমের সামান্য আঘাতে সে কখনোই দমে যাবে না। কারণ যে জানে বান্দার কোন শক্তি নেই, সাধ্য নেই, যা ক্ষমতা সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। তঁার এই শক্তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা আর কারো নেই। তাই আমরা সমস্ত বিপদ, সমস্ত পরিস্থিতিতে কেবল আমাদের রবের দিকেই ফিরবো তঁারই উপর ভরসা করবো এবং তঁারই কাছে আত্নসমর্পণ করবো।

المهيمن،المحيت،المقيت،الواس (আল-মুহাইমিন,আল-মুহিত,আল-মুক্বীত,আল-ওয়াসি'অ)

শাব্দিক অর্থ:

আল-মুহাইমিন- পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী(The preserver of safety, the one who witness the saying and deeds of his creatures)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন আল-মুহাইমিন। তিনি তঁার জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি সমস্ত গোপন বিষয়ে খবর রাখেন এবং অন্তরে যা কিছু আছে সকল কিছুর খবর রাখেন। আমরা যা কিছু করি না কেন সমস্ত কিছুর সাক্ষী তিনি এবং তঁার কাছ থেকে কোন কিছুই লুকানো সম্ভব না তা যত ক্ষুদ্র জিনিসই হোক না কেন।

নামটি কুরআন এসেছে একবার।

সূরা হাশরে আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।"[সুরা আল'হাশরঃ২৩]

আল-মুক্বীত – সকলের জীবনোপকরণ দানকারী (The sustaining one, the maintainer,the guardian, the one who has power)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন আল-মুক্বীত। তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনি তঁার সমস্ত সৃষ্টির কাছে তঁাদের যা প্রয়োজন তা পৌঁছে দেন এবং তিনি যার জন্য যা কল্যাণকর তাই দেন। তঁার এ বন্টনের মাঝে কোন রকম অন্যায় কিছু নেই এবং তিনি তঁার হিকমাহ দ্বারা সমস্ত কিছু নির্ধারণ করেন। নামটি কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হিফাজতকারী গুণটিকেও প্রকাশ করে। তিনি তঁার বান্দাদের হিফাজত করেন। তিনি সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং তিনি দিতে সক্ষম যা কিছু তঁাদের প্রয়োজন।

নামটি কুরআনে এসেছে একবার।

সূরা নিসাতে আল্লাহ বলেন,

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيت

"যে ভাল সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে এবং যে মন্দ সুপারিশ করবে তার জন্যও তা থেকে একটি অংশ থাকবে। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সংরক্ষণকারী।"[সূরা আন'নিসা:৮৫]

আল-মুহিত – পরিবেষ্টনকারী (The encompassing)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর জ্ঞান, তাঁর রহমাহ, তাঁ দয়া দ্বারা সমস্ত কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি আল মুহিত। সকল কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছু করতে সক্ষম। তবে এই নাম নিয়ে আমাদের মধ্যে একটি ভূল ধারণা রয়েছে। আমরা মনে করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে কিন্তু ব্যাপারটি এমন কখনোই না। তিনি আরশে আসীন এবং তিনি সবার উপরে আছেন। তবে তিনি তাঁর জ্ঞান, শক্তি হিকমাহ দ্বারা সমস্ত কিছু ঘিরে রেখেছেন কোন কিছুই নাই যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে।

আল-ওয়াসি'অ- সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিরাজমান (The All pervading one, the vast, the embracing)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ক্ষেত্রে অনেক অর্থে এই নাম ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও সিফাত এতোই প্রশস্ত যে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা করা সম্ভব নয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নামটি উল্লেখ করেছেন। নামটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইহসান, তাঁর ফাদল, তাঁর রাজত্ব, তাঁর জ্ঞান, তাঁর রহমত, তাঁর ক্ষমা, তাঁর মহত্ব, তাঁর সাওয়াব দান সমস্ত কিছুর প্রশস্ততা বোঝায়। এবং আমাদের রব দ্বীনকেও আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমরা বর্তমানে দ্বীন পালনে যে সংকীর্ণতা অনুভব করি তা আমাদের নিজেদের কর্মের ফল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের দ্বীনের ফিতরাতের

উপর রেখেছেন। আমরা যদি নিজেদের সঠিক ও সত্যের উপরে রাখতাম তবে দ্বীনের পথ কখনোই আমাদের জন্য এতো সংকীর্ণ মনে হতো না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা খুব কম জিনিসই আমাদের জন্য হারাম করেছেন কিন্তু আমরা হারামে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে কোন কিছু হারাম এটা শুনলেই বরং আমাদের ছাড়তে কষ্ট হয়। অথচ হওয়ার কথা ছিলো এর বিপরীত কারণ আমাদের রব দ্বীন মেনে চলাকেই আমাদের জন্য সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন কখনোই তা আমাদের জন্য কষ্টকর সংকীর্ণ বা বোঝা হিসেবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেন নি কারণ তিনি আল ওয়াসি।

وَ اكْتُبْ لَنَا فِیْ ہٰذِہِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰخِرَۃِ اِنَّا ہُدْنَاۤ اِلَیْکَ ؕ قَالَ عَذَابِیْۤ اُصِیْبُ بِہٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ؕ فَسَاَکْتُبُہَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّکٰوۃَ وَ الَّذِیْنَ ہُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶

"অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে।"[সূরা আল'আরাফঃ১৫২]

الحفيظ،الحافظ (আল-হা'ফিজ)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-হা'ফীজ- সংরক্ষণকারী(The guarding one, the preserver, The one who protects whatever and whoevee he willed to protect)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-হাফীয হলেন যিনি সৃষ্টিজগতকে হিফাযত করেন, তাদেরকে সংরক্ষণ করেন, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রাখেন, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে গুনাহ ও ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, তাদের চলা-ফেরা,

কাজ-কর্মে দয়া করেন, বান্দার আমল ও প্রতিদান হিসেব করে রাখেন। আল-হাফীয নামটি দুটি অর্থ শামিল করে:

প্রথমত: বান্দার ভালো, মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সব ধরণের কাজ তিনি সংরক্ষণ করেন। কেননা তাঁর ইলম তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কাজকে বেষ্টন করে রেখেছে। তিনি আগেই তা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি কিরামান কাতেবীন ফিরিশতাদ্বয়কে তাদের আমল লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আল-হাফীযের এ অর্থে আল্লাহর ইলম তাদের প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আমলকে বেষ্টন করে রেখেছে বুঝায়, তাদের আমলসমূহ লাওহে মাহফুযে ও ফিরিশতাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। এগুলোর পরিমাণ, পূর্ণতা, অপূর্ণতা, সাওয়াব ও শাস্তির পরিমাণ, অত:পর তাঁর দয়া ও ন্যায় বিচার অনুসারে তাদের পুরস্কার ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর ইলম সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে প্রমাণ করে।

আল-হাফীযের দ্বিতীয় অর্থ: তাঁর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অপছন্দনীয় জিনিস থেকে তাদেরকে তিনি সংরক্ষণকারী। আল্লাহর হিফয দু'ধরণের। 'আম তথা সর্ব সাধারণের জন্য হিফয এবং খাস তথা বিশেষ শ্রেণীর জন্য হিফয। তাঁর 'আম তথা সকলের জন্য সাধারণ সংরক্ষণ বলতে বুঝায়, তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য জীবিকা নির্বাহ, তাদের কাঠামো সংরক্ষণ, তাঁর হিদায়েতের দিকে চলা, তাঁর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কল্যাণের দিকে পথ চলা ইত্যাদি। তাঁর সর্বময় সাধারণ হিদায়েতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥

"তিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫০]

অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক মাখলুককে তাদের জন্য নির্ধারিত ও প্রয়োজনীয় সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। যেমন, পানাহার ও বিয়ে-শাদীর পথ নির্দেশ করেছেন এবং এসবের প্রতি চলার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে তাদেরকে তাদের অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর জিনিস প্রতিহত করার সক্ষমতা দান করেছেন। এ জাতীয় হিদায়েত সৎকার, বদকার; এমনকি সব সৃষ্টির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তিনিই আসমান ও জমিনকে ধসে পড়া থেকে সংরক্ষণ করেন, তিনি তাঁর নানা নি'আমত প্রদান করে সৃষ্টিকুলকে হিফাযত

করেন, মানুষকে হিফাযতের জন্য তিনি সম্মানিত ফিরিশতা নিয়োজিত করেছেন, তারা আল্লাহর আদেশে তাদেরকে সংরক্ষণ করেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর আদেশে তাদের থেকে যাবতীয় ক্ষতিকর জিনিস প্রতিহত করেন। আল্লাহ যদি তাদের জন্য এ ব্যবস্থা না করতেন তাহলে সেসব জিনিস তাদেরকে ক্ষতি করত।

আল্লাহর দ্বিতীয় প্রকার বিশেষ হিফাযত হলো উপরোক্ত হিফাযত ছাড়াও তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তাদের ঈমানের ক্ষতিকর জিনিস থেকে হিফাযত করেন অথবা যেসব কারণে তারা দ্বিধা-সন্দেহে, ফিতনা ও প্রবৃত্তির লালসায় পতিত হতে পারেন তিনি তাদের থেকে তা দূরীভূত করেন। ফলে তারা সেসব ক্ষতিকর জিনিস থেকে মুক্ত থাকে, তিনি তাদেরকে নিরাপদে ও সুস্থতার সাথে সেসব পথ থেকে বের করে নিয়ে আসেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে তাদের শত্রু জীন ও ইনসানের অনিষ্টতা থেকেও সংরক্ষণ করেন। ফলে তারা তাদের শত্রুর উপর বিজয় লাভ করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিহত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৮]

এখানে মুমিনদের রক্ষাকরণ ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। তিনি তাদেরকে দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ক্ষতিকর জিনিস থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। সুতরাং বান্দার ঈমানের স্তর অনুযায়ী আল্লাহর সুরক্ষা লাভ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ

"আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে, তিনি তোমার হিফাযত করবেন।"

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর আদেশ পালন করা, নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, তাঁর সীমারেখা অতিক্রম না করা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, তাহলে আল্লাহ তোমার জীবন, দীন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও তিনি তাঁর দয়ায় যা কিছু তোমাকে দান করেছেন তা সংরক্ষণ করবেন।

নামটির দলিলঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নামটি কুরআন এ বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন

সূরা আন'আম এ আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

"আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তারা শির্ক করত না এবং আমি তোমাকে তাদের উপর হিফাযতকারী বানাইনি। আর তুমি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নও।" (সূরা আল আনআম:১০৭)

সুরা ইউসুফ এ এসেছে,

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

সে বলল, 'আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ'। (সূরা ইউসুফ:৫৫)

সুরা ক্বফ এ বলা হয়েছে,

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌۢ

"অবশ্যই আমি জানি মাটি তাদের থেকে যতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার কাছে আছে অধিক সংরক্ষণকারী কিতাব।" (সূরা ক্বফ-৪)

এই দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ছাড়া আর কোন সংরক্ষণকারী নেই। আমরা যখন এটা জানি তখন আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ গুলোর হিফাজত করার, তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার এবং আমাদের সকল পরিস্থিতিতে কেবল আল হাফিজ এর উপর ভরসা করার।

الولي،المولى (আল-ওয়ালি,আল-মাওলা)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ওয়ালি, আল-মাওলা – অভিভাবক, সাহায্যকারী (The protecting associatee, The supporter)

কুরআনের দলিলঃ

নাম দুটি কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে।

সূরা নিসাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا

"আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং আল্লাহ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবেও।"[সূরা আন-নিসা ঃ৪৫]

সূরা আত'তাহরিমে এসেছে

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তির বিধান দিয়েছেন; আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।"[সূরা আত–তাহরীম ঃ২]

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই অভিভাবকত্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

১। জেনারেলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই অভিভাকত্বতের মাঝে তাঁর সমস্ত সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। যা কিছু তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করেব তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা ইউনুস এ আল্লাহ বলেছেন,

هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

"এখানে প্রত্যেকে ইতিপূর্বে যা করেছে, সে সম্পর্কে জানতে পারবে। আর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যা মিথ্যা রটাতো তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।"[সূরা ইউনুসঃ ৩০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের একমাত্র অভিভাবক এবং তিনি সবকিছু দিতে সক্ষম তিনিই আমাদের জন্য সমস্ত কিছু নির্ধারণ করেন সেই হিসেবে কাফির মুশরিক

সকলেই তঁার এই অভিভাকত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কোন ভালোবাসা বা বন্ধুত্বপূর্ণ অভিভাবকত্ব নেই। যেমন সূরা মুহাম্মাদ এ আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।"[সূরা মুহাম্মাদ ঃ১১]

২। স্পেসিফিকঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই অভিভাবকত্বের মাঝে কেবল তঁার প্রিয় বান্দারা অন্তর্ভুক্ত। তিনি তঁার মুমিন বান্দাদের ঈমানের উপর থাকার তাওফিক দেন, তাদের ক্ষমা করেন , তঁাদের প্রতি রহম করেন এবং

সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করেন।আল্লাহর এই বন্ধুত্ব মুমিনদের সাথে শেষ দিবসেও থাকবে ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই অভিভাবকত্ব লাভের মাধ্যম হলো তঁার প আনুগত্য করা, অন্তরে ঈমান ও তাকওয়া রাখা তঁাকে ও তঁার রাসূল (সাঃ) ভালোবাসা, তঁার বিধি নিষেধ মেনে চলা ও রাসূল সাঃ এর অনুসরণ করা। নিজেকে একজন মুমিন হিসেবে গড়ে তোলার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা।

الاو ل،ا لاخر،الظاهر،الباطن (আল -আউয়াল,আল-আখির,আয-যহির,আল-বাত্বিন)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-আওয়াল- অনাদি (যার কোন শুরু নাই)The very first, The one whose existence is without a beginning)

পারিভাষিক অর্থঃ

তিনি প্রথম। এ নাম প্রমাণ করে যে, তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে তা সৃষ্টিশীল ও ধ্বংসশীল যা একসময় ছিল না এবং এক সময় আবার থাকবে না।শুধু আমাদের রবই সবসময় থাকবেন।

আল-আখির – অনন্ত, সর্বশেষ (The infinite last one)

পারিভাষিক অর্থঃ

তিনিই শেষ। এ নামের দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনিই শেষ গন্তব্য, তিনি অমুখাপেক্ষী। কোন কিছু চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যাবতীয় প্রয়োজনে সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছেই মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল।

আয-যহির – সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত(The manifest)

আল-বাত্বিন – দৃষ্টি হতে অদৃশ্য (The imperceptible)

পারিভাষিক অর্থঃ

তিনি অপ্রকাশ্য, গোপন। এ নাম দ্বারা তাঁর গোপন রহস্য, অপ্রকাশ্য বিষয়াদি, লুকায়িত জিনিস ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রমাণ করে। এমনিভাবে এ নাম তাঁর পরিপূর্ণ নিকটবর্তীতাও বুঝা যায় এবং এটি আয-যাহির নামের বিপরীত নয়। কেননা আল্লাহ যাবতীয় গুণাবলীতে কারো সাদৃশ নয়। তিনি নিকটবর্তীতার হিসেবে আল-‘আলী তথা উঁচু আবার উঁচু মর্যাদার হিসেবে তিনি আল-কারীব তথা অতি নিকটবর্তী।

"এ নামের পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে দিয়েছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ».

“আপনিই প্রথম, আপনার আগে আর কিছু নেই; আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছুই নেই। আর আপনিই অপ্রকাশ্য, আপনার চাইতে গোপন আর কিছুই নেই।”[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে আল্লাহর নামগুলোকে তার অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন এবং এসব নামের বিপরীত অর্থকে প্রত্যাখান করেছেন।[2] গনণাকারীগণ যত সময়-ই গণনা করুন, পূর্ববর্তী যত সময়-ই নির্ধারণ করুক, আল্লাহ

সে সময়ের আগেই বিদ্যমান এবং পরবর্তী সময়ে যতই সময় আসুক, যতই দিন চলতে থাকুক আল্লাহ সে সময়ের পরেও বিদ্যমান। এ কারণেই ওয়াজিবুল ওয়াজুদ তথা সদা বিদ্যমান গুণটি একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা সদা বিদ্যমান গুণটি একমাত্র সে সত্ত্বার জন্য প্রযোজ্য যা পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বমান, সদা বিদ্যমান। অত:এব, তাঁর অস্তিত্বের সর্বদা বিরাজমানে কেউ অংশিদার নেই। তিনি সব সময়ই তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী সহকারে বিদ্যমান। তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুর অস্তিত্ব ও বিলিন হওয়া আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল।[3]

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩।

[2] আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ২৫।

[3] তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১১৬ ও ১১৭।"

কুরআনের দলিলঃ

নাম চারটি কুরআন এ একত্রে এসেছে একবার,সূরা হাদিদ এ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।“(সূরা আল’হাদিদ – ৩)

আমাদের উপলব্ধিঃ

এই চারটি নামের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা যে সমস্ত কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন তা প্রকাশ পায় দুইভাবে,

১। সময়ের প্রেক্ষিতে(In terms of time)ঃ

সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার আল আউয়াল ও আল আখির নাম দুইটিকে বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ যা কিছুই আগে এসেছে তঁার আগেও আমাদের রব ছিলেন তঁার কোন শুরু নেই এবং যা কিছু শেষ তার পরেও তিনি থাকবেন অর্থাৎ তঁার কোন শেষ নেই। সবকিছুই তঁার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২। স্থানের প্রেক্ষিতে(In terms of place)ঃ

স্থানের প্রেক্ষিতে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার আয যহির ও আল বাত্বিন নাম দুইটিকে বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ যা কিছুই প্রাকাশ্য সমস্ত কিছুর উপরে তিনি, তঁার উপরে আর কিছুই নেই, তিনিই সবচেয়ে উপরে এবং যা কিছুই গোপন সেটা সম্পর্কেও তিনি পরিপূর্ণ অবগত, তঁার কাছে গোপন কিছুই নেই।

নামগুলো থেকে একজন মুমিনের উপলব্ধি

যখন আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লাই প্রথম এবং তঁার কোন শুরু নেই এবং সমস্ত কিছু শেষ যাওয়ার পরও একমাত্র তিনিই থাকবেন তখন কেবল তঁার উপরেই আমরা তাওয়াক্কুল করবো ইন শা আল্লাহ। কোন সৃষ্টি যা কিছু তঁার কাছে তুচ্ছ এবং যা কিছু শেষ হয়ে যাবে, যাদের নিজেদের কোন অস্তিত্ব নেই তাদের উপর আমরা কখনোই তাওয়াক্কুল করবো না। আমরা যখন জানবো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা সবার উপরে, সমস্ত কিছুই তঁার কাছে প্রাকাশ্য তখন আমরা পরিপূর্ণ আমাদের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করবো। এবং যখন আমরা এটা জানি যে তঁার কাছে গোপন কোন কিছুই নেই, তিনি তঁার জ্ঞান দ্বারা আমার চেয়েও আমার কাছে এবং তিনি সমস্ত কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং ইবাদাতের হকদার একমাত্র তখন আমরা নিজেদের গুণাহ থেকে বাচিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো এবং অন্তরের আত্মশুদ্ধির জন্য কেবল তঁার কাছেই চাইবো ও হৃদয় টাকে কেবল তঁার সাথে জুড়বো।

القهار (আল-ক্বহহার)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ক্বহহার- কঠোর,মহা প্রতাপশালী,দমনকারী

কুরআনের দলিলঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ١٦﴾ [الرعد :١٦]

“বলুন, ‘আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর’। [সূরা আর-রাদ, আয়াত” **১৬**]

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-কাহহার হলেন যিনি ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সব কিছুর উপর মহাপ্রতাপশালী ও দমনকারী। তিনি সব মাখলুকের উপর প্রতাপশালী, সকলেই তাঁর মহা সম্মান, মহা শক্তি ও পূর্ণ ক্ষমতার কাছে নতশির।

তিনি সৃষ্টিকুলকে দমন করে রাখেন, সকলে তাঁর কাছে বিনয়ী-বিনম্র অথবা তাঁর কুদরত ও ইচ্ছার কাছে বিনীত। ঊর্ধ্ব ও নিম্নজগতের সকল জীব ও সব উপাদান তাঁরই কাছে নতজানু। সুতরাং কোন কিছুর তাঁর এ সম্রাজ্যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত বসবাস করতে পারে না। তিনি যা চান তা হয়ে যায়, আর তিনি যা চান না তা কখনো-ই হবে না। সসস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে অভাবী, মুখাপেক্ষী, তারা সকলেই অক্ষম, নিজেরা নিজেদের উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। অত:পর তাঁর প্রতাবশালীতা তাঁর জীবন, ইজ্জত ও কুদরতকে অত্যাবশ্যকীয় করে; কেননা কারো পরিপূর্ণ জীবন, পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা না থাকলে সে সত্ত্বা সৃষ্টকুলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না।

নামটি থেকে উপলব্ধিঃ

১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হচ্ছেন ওয়াহিদুল ক্বহহার। সমস্ত ক্ষমতা কেবল তাঁরই। যেদিন সবকিছু ধবংস হয়ে যাবে সেদিন একমাত্র তিনিই থাকবেন। কিয়ামত দিবসে দুনিয়াবি জালিম, রাজা বাদশাহ এতো বড় বড় রাজত্বের মালিক সবকিছুই ধূলিকণায় পরিণত হবে। শুধু একজন সত্তা থাকবেন, যাঁর ক্ষতি করার সাহস কারো নেই তিনি হলেন আল ক্বহহার।

দুনিয়াবি শাসক, জালিমদের ওই জুলম এই যে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোন দের উপর এতো এতো জুলম নির্যাতন করছে যেই জালিম গুলো এগুলো দিন এর পর দিন চলেই যাচ্ছে দেখে আমরা কোন ভাবেই বিভ্রান্ত হবো না। প্রকৃতভাবে এদের কোন ক্ষমতাই নেই। সমস্ত ক্ষমতা কেবল আমাদের রবের। এটা তাঁর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা মাত্র, এবং তাঁদের জন্য কিছুদিনের অবকাশ মাত্র। তবে তিনি কখনোই কাফির, জালিমদের ছেড়ে দেবেন না। কারণ তিনি তো আল-হাকাম, তিনিই তো আল-আদল।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামটি অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারলে আমরা গুণাহ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারবো ইন'শা'আল্লাহ। আমাদের রব সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনি সমস্ত কিছু ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন, এটা জানার পর কি করে তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা গুণাহ করতে পারি??

এছাড়া আমাদের অন্তর যদি বার বার হারামের দিকে ধাবিত হয়,কোন গুণাহ ছাড়তে কষ্ট হয় আমরা আল-ক্বহহার কে ডেকে ডেকে সাহায্য চাইবো, কারণ তিনি অন্তর সমূহ পরিবর্তন না করলে উত্তম কাজ করার তাওফিক পাওয়া কোন ভাবেই সম্ভব না। কারণ তিনিই একমাত্র অন্তর সমূহ কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

৩। আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোন বোনদের উপর জালিমরা কত নির্যাতন করছে, তাদের দুঃখ, কষ্ট গুলো দেখে বার বার আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। আমরা তাদের

জন্য কিছু না করতে পারলেও আল-ক্বহহার কে ডেকে ডেকে বেশি থেকে বেশি দু'আ করতে পারি ইন'শা'আল্লাহ।

الحي،القيوم (আল হাইয়্যু, আল কইয়্যুম)

এই নাম দুটি কুরআনে একত্রে তিনটি সূরাতে একসাথে এসেছে -

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

অর্থ : আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী)

-[আল-বাক্বরহ : ২৫৫]

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ؕ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।

-[আলে-ইমরান : ০২]

وَعَنَتِ الۡوُجُوۡهُ لِلۡحَیِّ الۡقَیُّوۡمِ ؕ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمًا

অর্থ : আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলম বহন করবে।

-[আত-ত্বহা : ১১১]

শাব্দিক অর্থ:

আল-হাইয়্যু (চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ নেই), আল কইয়্যুম(সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-হাইয়্যু হলেন যিনি পূর্ণ জীবনের অধিকারী। এ নামে আল্লাহর সমস্ত যাতী সিফাত যেমন ইলম, ইজ্জত, কুদরত, ইচ্ছা, মহত্ব, অহংকার ইত্যাদি অন্যান্য পবিত্র জাতী সিফাতসমূহ একত্রতি হয়েছে।

আল-কাইয়্যূম হলেন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক, যিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁর সিফাতসমূহ মহান, তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি আসমান, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে বৃদ্ধি করেছেন এবং এগুলো বেঁচে থাকার জন্য তিনি সব কিছু প্রস্তুত করেছেন। তিনি সব দিক থেকে তাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন; কিন্তু সৃষ্টিকুল সব দিক থেকে তাঁর মুখাপেক্ষী। অত:এব, আল-হাইয়্যু ও আল-কাইয়্যূম তিনিই যার রয়েছে পূর্ণাঙ্গ গুণ। তিনি তা-ই করেন যা চান।তিনি কিছু ইচ্ছা করলে তাকে সৃষ্টি হতে বললেই হয়ে যায়। কর্মের যাবতীয় গুণাবলী, সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্বের গুণাবলী তাঁর আল-কাইয়্যূম নামের সাথে সম্পৃক্ত। যাবতীয় পূর্ণতার গুণাবলী এ সম্মানিত নাম দুটির দিকে ফিরে। এ কারণেই হাদীসে এসেছে, আল্লাহর ঐ ইসমে আযম দ্বারা দু‘আ করলে তিনি তা কবুল করেন, আর তা দ্বারা কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন।”

এ নামদ্বয়ে সমস্ত পূর্ণতার গুণাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং যাতী সিফাতসমূহ আল-হাইয়্যু নামের দিকে আর যাবতীয় কর্মের গুণাবলী আল-কাইয়্যূম নামের দিকে প্রত্যাবর্তীত হয়

الخالق (আল-খলিক্ব)

শাব্দিক অর্থ:

আল-খলিক্ব অর্থ সৃষ্টিকর্তা, যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি সকল কিছুরই স্রষ্টা, কোনো রকম কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই সকল কিছু সৃষ্টি করতে যিনি সক্ষম।

কুরআনের দলিলঃ

আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নিজেকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেন :

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ★

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক।

-[আল-আন'আম : ১০২]

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ★

অর্থ : আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

-[আয-যুমার : ৬২]

কুরআনুল কারীম এর ২ জায়গায় তিনি নিজেকে 'আহসানুল খলিক্ব' বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলে পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ★ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

অর্থ : তারপর শুক্রকে আমি ‘আলাকায় পরিণত করি। তারপর ‘আলাকাকে গোশতপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!

-[আল-মু'মিনুন : ১৪]

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۙ

অর্থ : তোমরা কি ‘বা‘ল’ (নামক মূর্তি)-এর পূজা করছ এবং পরিত্যাগ করছ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টাকে?

-[আস-সফফাত : ১২৫]

আয়াতগুলোর তাফসীর পড়লে বোঝা সহজ হয় যে, দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই আল-খলিক্বের সমতুল্য হওয়ার। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা, তিনিই শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা।

দুনিয়াতে যারা বলে যে এটা সেটা সৃষ্টি করেছে, তারা প্রত্যেকেই আল-খলিক্বের দেওয়া মৌলিক উপাদান ব্যবহার করেই সৃষ্টি করে। পুরোপুরি নিজের কিছু নেই। কেউ যদি দাবি করে যে বিল্ডিং, এরোপ্লেন, ব্রীজ, ফ্লাইওভারসহ আরো কিছু তৈরি করেছে বা সৃষ্টি করেছে এ সমস্ত কিছুর একটা মৌলিক উপাদান হলো লোহা। এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক যে লোহার স্রষ্টা কে? এমনি এমনি তো আর লোহা তৈরি হয়নি!

আল-খলিক্ব তো তিনি যিনি কিনা শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। আমাদের তো ব্লু-প্রিন্ট লাগে, স্যাম্পল লাগে কোনো কিছু বানাতে। আমরা রোবট বানিয়ে যদি নিজেকে বহু কিছু ভাবি তাহলে কথা হচ্ছে রোবটটা বানানোর জন্য আমরা তো মানুষকে স্যাম্পল হিসেবে পেয়েছি। মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখের আকৃতি ও গঠনে রোবট বানাচ্ছি। মানুষ তৈরির আগে আল-খলিক্বের কি স্যাম্পলের দরকার ছিল? এ রকম সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি যার যার আকার-আকৃতি দিয়েছেন। আমরা সেসব দেখে দেখে নতুন জিনিস বানাই। নিজস্ব কারিগরি নেই আমাদের। এমন রব-কে কিভাবে কেউ অস্বীকার করে আসলেই অবাক লাগে!! আর নিজেরাই নিজেদের দেবতা বানিয়ে সেটার উপাসনা যারা করে কতোই না নির্বোধ তারা!

আল-খলিক্ব সমস্ত সৃষ্টির রব। তিনি ছয় দিনে আসমান-জমিন ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদের আশা পাশে তাকালেই আল-খলিক্বের অগণিত সৃষ্টি দেখতে পাব যা তিনি নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু সৃষ্টি করেননি এগুলোকে পরিচালনাও করেন। কোনো রকম পিলার ছাড়া এত বিশাল আসমান মাথার উপরে আছে। ধুপ করে নিচে পরে যায় না। আমাদের সৃষ্টি তো দিনে রাতে ধ্বংস হয়, মেরামত করতে হয়, তৈরি হওয়ার আগে সেতু ধসে যায়, কোনো রকম ভূমিকম্প ছাড়ায় বিল্ডিং ধসে যায় আরো কত সমস্যা যার কোনো শেষ নেই। কিন্তু এত ঝড়-তুফান, আযাব-গজব নাযিল হওয়ার পরও আসমান যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কোনো রকম মেরামত ছাড়াই। কে এটার রক্ষণাবেক্ষণ করেন? এত এত গ্রহ-নক্ষত্র যার যার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। কেউ কিন্তু টুপ করে পরে যায় না। কে করেন এগুলোর নিয়ন্ত্রণ? উত্তর আল-খলিক্ব। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন না, সেগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও তিনি করেন(সুবহানআল্লাহ!)। আমরা যখন স্রষ্টাকে ভুলে যাব, অস্বীকার করবো তখন সৃষ্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। এটা আজ প্রতি পদে পদেই দৃশ্যমান।

ইয়া খলিক্ব, আপনি যেমন সুন্দর করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তেমন সুন্দর আমাদের ঈমান, আমল, আখলাক্ব করে দিন। যেমন দয়া-করুণা করেছেন প্রথম সৃষ্টির সময় পুনরুত্থানের দিন এমন দয়া-করুণা করবেন ইয়া খলিক্ব। প্রথম সৃষ্টির সময় যেমন

নিষ্পাপ ছিলাম, যেদিন পুনরুত্থান হবে সেদিনও নিষ্পাপ থাকার তৌফিক দিন ইয়া খলিক্ব। আল্লহুম্মা আমীন।

البارى (আর-বারী)

শাব্দিক অর্থ:

আল-বারীউ বা আল-বারী হলো যিনি কিনা আল-খলিক্ব যে সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন সেটার বাস্তবায়ন করেন। অর্থাৎ আল-খলিক্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন আর আল-বারী সেটাকে বাস্তবায়ন করেন।

কুরআনের দলিলঃ

পবিত্র কুরআনে এই নামটি দুইবার এসেছে। সূরা বাক্বরহ ও সূরা হাশর- এ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰي بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

-[বাক্বারহ : ৫৪]

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰي ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۧ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।

-[আল-হাশর : ২৪]

আল-বারা'আ অর্থ হলো পৃথক করা। কোনো কিছুকে আলাদা করা। বিভিন্ন স্কলারগণ এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আল-খলিক্ব এত এত মানুষ, পশু পাখির বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেন এবং আল-বারী এগুলোকে পৃথক পৃথক পরিচয় দেন (সুবহানআল্লাহ)! পৃথিবীতে এত এত সৃষ্টি কিন্তু কেউ কারোর মতোন না। প্রত্যেকেই ভিন্ন। প্রতিটা মানুষের আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন। এই যে এত বৈচিত্র্য এসব সবই আল-বারী-র সৃষ্টি (সুবহানআল্লাহ!)।

আল-বারা'আ এর আরেকটি অর্থ হলো নিরাময় করা, ঠিক করা, ফিক্স করা। অনেক সময় আমাদের হাত পা কেটে যায়, চামড়া ছুলে যায়, অনেকের হাড় ভেঙে যায়, জায়গা থেকে নড়ে যায়। কিছুদিন পর সেটা ঠিক হয়ে যায়। আমরা মনে করি এগুলো এমনি এমনিই ঠিক হয়ে যায় বা ডাক্তার, ওষুধ এসবের মাধ্যমে ঠিক হয়। নাহ! এগুলো এমনি এমনি ঠিক হয় না। ডাক্তার-কবিরাজের দ্বারাও না। আল-বারীউ এগুলোকে ঠিক করে দেন। ঠিক আগের মতোন করে দেন। কাটা জায়গার ক্ষত ঠিক করে আগের মতো করে দেন, ভাঙ্গা হাত-পা জোড়া লাগিয়ে দেন (সুবহানআল্লাহ!)। তিনি এমনই রব যিনি কিনা ক্ষতকে ঠিক করে আগের মতোন করে দিতে সক্ষম যেন এখানে কোন কিছুই হয়নি। একটা গ্লাস বা কাপ যদি ভেঙে যায় আমরা অনেক সময় সুপার-গ্লু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিই। কিন্তু দাগ থেকে যায়। বোঝা যায় যে এগুলো রিপেয়ার করা হয়েছে। কিন্তু আল-বারী এমন রব যিনি কিনা কোনো রকম দাগ ছাড়াই ঠিক করে দিতে সক্ষম যেন কখনোই সেখানে কোনো ক্ষত ছিল না (আল্লাহু আকবার)। আল-বারীউ এমনই দয়ালু ও শক্তিশালী স্রষ্টা আমাদের।

المصور (আল-মুসউউইর)

শাব্দিক অর্থ:

আল-মুসওউইর অর্থ হলো আকৃতিদাতা, যিনি কিনা নির্দিষ্ট আকৃতি দেন, ডিজাইন করেন।

এই নামটি কুরআনুল কারীমে একবার এসেছে। সূরা আল-হাশর এর ২৪ নং আয়াতে।

এই যে আল-খলিক্ব এর এত এত সৃষ্টি তাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে ভিন্ন। একজন মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখ সবই অন্যজনের চেয়ে ভিন্ন। কারো কারো চেহারায় মিল থাকলেও একে অপরের চেয়ে আলাদা এবং তাদেরকে আলাদা করে বোঝা যায়। এই কাজগুলো সম্পাদন করেন আল-মুসওউইর। তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে সৃষ্টি করেন (সুবহানআল্লাহ!)।

আল-খলিক্ব, আল-বারী, আল-মুসওউইর নামগুলো কাছাকাছি অর্থ বহন করে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। আল-খলিক্ব যিনি কিনা সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আল-বারী আল-খলিক্ব-এর সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। একই প্রজাতির সৃষ্টির মধ্যেও বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করেন। কোনো সৃষ্টির ক্ষতকে নিরাময় করেন, ঠিক করেন। আল-মুসওউইর সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতি দান করেন। যার জন্য যেমন চোখ, কান,নাক, হাত, পা দরকার তাকে সেভাবেই আকার দেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। উনার সৃষ্টির কোনো তুলনা করা সম্ভব না।

যখন কারো সন্তান হচ্ছে না? তাহলে আল-খলিক্ব, আল-বারী, আল-মুসওউইর এই নামগুলো ধরে দু'আ করতে পারে। তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না কারো গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করে দেওয়া (সুবহানআল্লাহ!)।

যদি আমাদের মনে কখনো কুমন্ত্রণা আসে আমাদের গায়ের রং, চেহারা, আকার, আকৃতি নিয়ে তখন আমরা এই নামগুলো ধরে দু'আ করবো যেন আল্লাহর সৃষ্টির উপর আমাদের সন্তুষ্টি আসে, আমরা যেন যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন সেটা মেনে নিতে পারি। তিনি আমাদের সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এটা যেন মেনে নিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আর যদি অহংকার বোধ হয় সৌন্দর্য নিয়ে তাহলেও আমরা এই নামগুলো ধরে দু'আ করবো কারণ এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। যিনি আমাদের সৌন্দর্য দিয়েছেন উনার শুকরিয়া আদায় করবো ইন শা আল্লাহ।

ইয়া খলিক্ব-বারী-মুসওউইর আমাদের আপনার সৃষ্টির উপর সন্তুষ্ট হওয়ার এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আপনাকে মেনে নিয়ে সেভাবে আপনার ইবাদত করার তৌফিক দিন যেভাবে আমরা আপনার প্রিয় হতে পারি। আল্লহুম্মা আমীন।

المقدم،المؤخر (আল মুক্বদ্দিম,আল মু'আখখির)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-মুকাদ্দিম (সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী),আল-মু'আখখির (বিলম্বকারী)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-মুকাদ্দিম (সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী) ও আল-মু'আখখির (বিলম্বকারী) আল্লাহ তা'আলার পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক জোড়া নাম, যা আলাদাভাবে একটি ব্যবহার করা যায় না; বরং একটি বললে আরেকটিও উল্লেখ করা অত্যাবশ্যকীয়। কেননা উভয় নাম একত্রে উল্লেখ করার মধ্যেই পূর্ণতা রয়েছে। তিনি তাঁর হিকমত অনুসারে কাউকে আগে সহায়তা দান করেন আবার কাউকে বিলম্বে সাহায্য দান করেন।

এভাবে বিশ্ব পরিচালনার ব্যাপারে অগ্র ও পশ্চাত হতে পারে। যেমন মাখলুকাতের কাউকে অন্যের আগে পৃথিবীতে প্রেরণ করা, আসবাব তথা কারণসমূহকে মুসাববাব তথা কারণকৃতের আগে, শর্তকে তার মাশরূত তথা শর্তকৃতের আগের সংঘটিত করা ইত্যাদি।

সৃষ্টিজগতের মধ্যে অগ্র ও পশ্চাতের (মর্যাদার) প্রকারভেদ বহুরূপ, সীমাহীন। এ মর্যাদা শর‘ঈ ব্যাপারে হতে পারে, যেমন নবীদেরকে সৃষ্টিকুলের উপরে মর্যদা দেওয়া, তাদের কাউকে আবার অন্য নবীদের উপর মর্যাদাবান করা, তাঁর কিছু বান্দাকে অন্য বান্দার উপর মর্যাদাবান করা, ইলম, ঈমান, আমল, আখলাক ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পন্নকে অন্যের উপরে মর্যাদা দেওয়া। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মর্যাদায় পিছিয়ে রেখেছেন। এসব কিছুই তাঁর হিকমত অনুসারে হয়ে থাকে। এগুণ দুটি ও এ ধরণের অন্যান্য গুণাবলী তাঁর (আল্লাহর) যাতী গুণ; কেননা এ ধরণের গুণ সর্বদা তাঁর রয়েছে, তিনি এ গুণে গুণান্বিত। এটি তাঁর কর্মের সিফাতও; কেননা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় আগে পরে করা সৃষ্টিকুলের যাত, কর্ম, অর্থ ও গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতে সৃষ্ট হয়। এটি আল্লাহর গুণাবলীর সহীহ প্রকারভেদ। কেননা যাতী সিফাত যাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং কর্মের সিফাত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

[1] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহুদ ও সালামের মাঝে সর্বশেষ এ দু‘আ পাঠ করতেন:

«اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

“হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ, যা আমি গোপন করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, যা আমি সীমালঙ্ঘন করেছি এবং সে সকল অপরাধ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনি সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী ও বিলম্বে সহায়তাকারী (এ বিষয়ে এগিয়ে দেওয়ার ও পিছিয়ে দেওয়ার মালিক)। আপনি ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সহীহ মুসলিম, ১/৫৩৫, কিতাব, মুসাফিরের সালাত, বাব,

রাতের সালাতের দো'আ, হাদীস নং ৭৭১, হাদীসটি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত।

আমাদের উপলব্ধি ঃ

আমরা আল মুকদ্দিম এর কাছে চাইবো যা কিছু আমাদের জন্য কল্যাণকর কাজগুলো আমাদের জন্য সহজ করে এবং দ্রুততম করে দেন এবং আমাদের রবই হলেন আল মু'আক্কি র।তিনি কোন কাজ পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন আমরা আল মু'আক্কির এর কাছে চাইবো তিনি যেনো আমাদের জন্য অকল্যাণকর কিছুকে পিছিয়ে দেন, আমাদের গুণাহের জন্য আমাদের উপর যে বিপদ আমরা ডেকে আনি তা থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন,আমাদের ক্ষমা করুন।

আল মুকদ্দিম কোন কাজকে আমাদের জন্য অগ্রসর করলে এটা আমাদের প্রতি তঁার নিয়ামাহ তাই আমরা এমন মূহুর্তে তঁার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো এবং শুকরিয়া আদায় করবো। এবং যখন আমাদের কোন কাজ দেরি হয় আমরা জানি আল মু'আক্কির তঁার হিকমাহ দ্বারা এটা করছেন, তিনি আমার কল্যাণ সম্পর্কে জানেন আমি জানিনা তাই এমন পরিস্থিতিতে আমরা ভরসা করবো কেবল তঁারই উপর।

الصمد (আস-স্বমাদ)

শাব্দিক অর্থঃ

আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী, অবিনশ্বর, চিরন্তন, স্বয়ং সম্পূর্ণ)

পারিভাষিক অর্থঃ

আস-সামাদ অর্থ পরিপূর্ণ রব, সাইয়্যেদ, মহান, যার এমন কোন ভালো সিফাত অবশিষ্ট নেই যা তাঁর নেই। তাঁর গুণাবলী সর্বোচ্চ পর্যায়ের, এর পূর্ণতা এতোই পরিপূর্ণ যে সৃষ্টিকুলের কেউ সে গুণের সামান্য অংশও তাদের অন্তরে বেষ্টন করতে পারে না এবং তাদের ভাষায়ও তা প্রকাশ করতে পারে না। তাঁর কাছে সবকিছু মুখাপেক্ষী, সকলের যাবতীয় প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ একমাত্র তাঁরই কাছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَسۡـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ٢٩﴾ [الرحمن :٢٩]

“আসমানসমূহ ও জমিনে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর কাছে চায়। প্রতিদিন তিনি কোন না কোন কাজে রত।” [সূরা আর-রাহমান, আয়াত: ২৯]

তিনি নিজেই সত্ত্বাগতভাবে অমুখাপেক্ষী। দুনিয়াতে বিদ্যমান সমস্ত কিছু তাঁর যাতের কাছে অভাবী, মুখাপেক্ষী। তাদের সৃষ্টি, তাদের সংখ্যা, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি সব কিছুতেই সর্বদিক থেকে তারা তাঁর মুখাপেক্ষী। কেউ-ই সামান্য অনু পরিমাণও যে কোন সময়ের বা অবস্থায়ও তাঁর থেকে মুখাপেক্ষীহীন নয়।

আস-সামাদ তিনিই যার কাছে সমস্ত সৃষ্টির সর্ব মুহূর্তে সর্বাবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন; যেহেতু তাঁর যাত, সিফাত, নাম ও কর্মে রয়েছে সর্বজনীন পূর্ণতা। [3]

আস-সামাদ পূর্ণাঙ্গরূপে অমুখাপেক্ষী, এতে উপরোক্ত সব ধরণের প্রয়োজন থেকে তিনি মুখাপেক্ষীহীন। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী, তাঁর কাছেই সকলের অভাব, প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষীতা।

বিশ্বের সব কিছুই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর লুটে পড়ে। তিনি ইলম, হিকমত, ধৈর্য, কুদরত, মহানত্ব, রহমত ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

কুরআনের দলিলঃ

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ٢﴾ [الاخلاص :١، ٢]

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-২]

ইয়া আস স্বমাদ আপনি আমাদের কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী করে রাখুন,আমাদের ছোট বড় শিরক থেকে বাচিঁয়ে রাখুন,আপনি যেভাবে আমার জীবনের সমস্যা গুলো সমাধান করতে পারবেন আর কেউ পারবে না, আপনি আমাকে কেবল আপনারই

মুখাপেক্ষি করে রাখুন এবং অন্য কারো মুখাপেক্ষিতা থেকে আমার অন্তর কে দূরে রাখুন। (আল্লাহুম্মা আমিন)

الحكيم،الحكم (আল-হাকিম,আল-হাকাম)

শাব্দিক অর্থ:

আল-হাকিম – পরম প্রজ্ঞাময় (The wise One)

আল-হাকাম – অটল বিচারক (The impartial judge)

আল-হাকীম হলেন, যিনি সৃষ্টিকুলকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেসব সৃষ্টিজগত ও তাদের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে যার রয়েছে সুউচ্চ হিকমত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ٥٠

"আর নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫০]

কুরআনের দলিলঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম আল হাকিম কুরআন এ এসেছে প্রায় ১০০ বারের কাছাকাছি সূরা বাকারাহ তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ

তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। [সূরা আল'বাকারাঃ ৩২]

সূরা আলে'ইমরান এ এসেছে,

هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

'তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।“ [সূরা আল’ইমরান ঃ ০৬]

সূরা আন‘আম এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা বলেন,

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

“আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।“[সূরা আল আন’আমঃ ১৮]

সূরা হুদ এ আল্লাহ বলেন,

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

“এটি কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে।“ [সূরা আল হুদ ঃ০১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা হলেন আল-হাকিম। তিনি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী এবং তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সঠিক ও নিখুঁতভাবে ফায়সালা করার ক্ষমতা কেবলমাত্র

তঁারই রয়েছে

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু সূরা ত্বীন এ বলেছেন,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ

“আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?”(সূরা আত’ত্বীনঃ ০৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা চুড়ান্ত ফায়সালাকারী এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার আর কারো নেই। হুকুম একমাত্র আল্লাহর সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা।

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল-হাকীম পূর্ণাঙ্গ হিকমত ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে পরিপূর্ণ হুকুম দেওয়ার গুণে গুণান্বিত।

আল্লাহর হিকমত দু’প্রকার:

প্রথমত: সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর হিকমত। তিনি সৃষ্টিকুলকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদের ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সত্য। তিনি সৃষ্টিকুলকে উত্তম আকৃতিতে ও পূর্ণাঙ্গ সুঠাম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার উপযোগী আকৃতি দান করেছেন; বরং তিনি সব সৃষ্টিকে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার উপযোগী করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেউ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ক্রুটি, কমতি ও ছেঁড়া-ফাটা দেখতে পাবে না। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের সমস্ত জ্ঞানবানরা একত্রিত হয়ে দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টির মতো কিছু সৃষ্টি করতে বা সৃষ্টিজগতে যেসব সুন্দর ও সুঠাম সৃষ্টি আছে তার কাছাকাছি কিছু তৈরি করতে চেষ্টা করে তাহলে তারা কেউ তা সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: তাঁর শরী'আত ও আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে হিকমত। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন শরী'আত বিধিবদ্ধ করেছেন, বান্দাদেরকে তাঁর পরিচয় জানাতে ও তাঁর ইবাদত করতে তিনি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এর চেয়ে আর কি উত্তম হিকমত থাকতে পারে? এর চেয়ে কি উত্তম দয়া ও সম্মান হতে পারে? কেননা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, ইখলাসের সাথে তাঁর জন্য আমল করা, তাঁর শুকরিয়া ও গুণগান করার চেয়ে বান্দার জন্য সাধারণভাবে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না।

সুতরাং, আমরা যখন এই বিশ্বাস অন্তরে রাখবো যে আমার রব perfect ফায়সালাকারী আমরা এটা বিশ্বাস করবো যে বাকি সিফাতগুলোর ব্যাপারেও তিনি পরিপূর্ণ এবং এখানে কোন কমতি নেই,কোন ক্রুটি নেই। তঁার ফায়সালা সবসময় সর্বোত্তম। তিনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা করেন সবকিছুর মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই কথাটি আমরা সবসময় ভূলে যাই এবং আমরা অনেক বিধিনিষেধ হালাল হারাম মানতে পারিনা নফসের দাসত্বের কারণে। এই বিশ্বাসগুলো আমাদের অন্তরে মজবুত না বলেই আমরা সবসময় আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ গুলোকে অমান্য করি।

(আল-গনিয়্যু, আল-মুগনি) الغني،المغني

শাব্দিক অর্থঃ

আল-গনিয়্যু – অমুক্ষাপেক্ষি ধনী(The self-Sufficient One)

আল-মুগনি – পরম অভাবমোচন কারী(The enricher, the bestower of sufficiency)

পারিভাষিক অর্থঃ

আমার রব হলে অমুক্ষাপেক্ষি ধনী । তিনি সকল দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন কিছুই তঁার প্রয়োজন নেই। এই সিফাতটি সিফাতে যাতিয়া যা সবসময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে আছে। তিনি সবসময়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ধ্বনি। তিনি কারো মুক্ষাপেক্ষি নন বরং সমস্ত সৃষ্টি যাবতীয় সকল প্রয়োজন এ কেবল তঁারই মুখাপেক্ষী।

নামটি কুরআন এ এসেছে প্রায় ১৮ বারের মতো

সূরা আন'আমে এসেছে,

وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ

"আর তোমার রব অমুখাপেক্ষী, দয়ালু।" [সূরা আল আন'আম -১৩৩]

সূরা লুকমানে এসেছে,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

"এগুলো প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চ, সুমহান।"[সূরা লুকমানঃ৩০]

সূরা নামল এ এসেছে,

قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ

“যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, ‘আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব’। অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, ‘এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা’।“[সূরা আন-নামল ঃ৪০]

আল মুগণিই নামটির দলিল,

সূরা দুহা তে আল্লাহ বলেন, وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ

“তিনি তোমাকে পেয়েছেন নি:স্ব। অতঃপর তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।” [সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা ও দয়ার নিদর্শন হলো তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কাছে দু‘আ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদের দু‘আ কবুল করতে, তাদের সমস্ত মনবাঞ্ছনা পূরণ করতে ও তাঁর দয়ায় তিনি তাদের প্রার্থনাকৃত জিনিস ও তারা যা প্রার্থনা করে নি তাও দান করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা আরেকটি নিদর্শন হলো, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সৃষ্টজীব কোন এক ময়দানে একত্রিত যদি তাঁর কাছে চাইতে থাকে এবং প্রত্যেকে যা কিছু চায় ও যেসব কিছু তাদের মনে উদয় হয় তা যদি তিনি তাদেরকে দান করেন, তাহলে তাঁর বিশাল সম্রাজ্য থেকে এক সরিষা পরিমাণও কমতি দেখা দিবে না। তাঁর পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা ও প্রশস্ত দানের আরো নিদর্শন হলো, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য পরকালে এমন এক চিরস্থায়ী নি‘আমতের গৃহ, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও অফুরন্ত

কল্যাণ তৈরি করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু কোনদিন দেখে নি, কোন কর্ণ কোনদিন শোনে নি, এমনকি কোন মানুষের মনও এমন কিছু ভাবেনি।

তাঁর পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি কোন সঙ্গী-সাথী, ছেলে-সন্তান, তাঁর সম্রাজ্যের অংশীদার ও বিপদের বন্ধু কোন কিছুই গ্রহণ করেন নি। তিনি এমনই অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা যিনি গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ এবং সমস্ত সৃষ্টি থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী।

আমাদের উপলব্ধি

আমাদের রব হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, সমস্ত সম্পদ তঁারই এবং তিনি সমস্ত প্রয়োজন থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় ত্রুটির ঊর্ধ্বে। আমরা যে তঁার ইবাদাত করি এটাও আমাদের প্রয়োজনে। পুরো মানবজাতিও যদি তঁার ইবাদাত ছেড়ে দেয় তবুও তঁার রাজত্ব থেকে কিছুই কমে যাবে না। আমরা এমন রবের বান্দা যিনি সম্পূর্ণ অমুক্ষাপেক্ষি ,যার কোন রকম সাহায্য বা অনুগ্রহের প্রয়োজন নেই। যিনি আমাদের অবিরতভাবে দেন এবং দিতে পছনফ। যখন আমরা এটা জানবো তখন আমরা চাইবো কেবল আল্লাহর কাছেই। কিন্তু মানুষ এটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেনা বলেই বিভিন্ন হারামে লিপ্ত হয় কেবল এই রিযক্বের ভয়ে। সুদ ঘুষ, ভাইয়ে ভাইয়ে হত্যা,রাহাজানি কতো গুণাহে মানুষ লিপ্ত হয় কেবল র্িযক এর বয়ে। অথচ আমরা ভূলে যাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আল গনীয়্যু কেবল তিনিই দিতে সক্ষম।তিনি এতটা স্বয়ং সম্পূর্ণ যে তিনি যদি প্রতিটি আদম সন্তানের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দেন তবুও তঁার ভান্ডার থেকে এতটুকু ও কমবে না যতটুকু সমুদ্রে সুচ ডুবানোর পর উঠালে কমে যায়। আমরা যদি অন্তর দিয়ে আল গনিয়্যু কে ডাকতে পারি তবে তিনিই আমাদের রিযক এর ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম।

তাই আমাদের যা কিছু প্রয়োজন আল-গনিয়্যু আল-মুগনির কাছে। তঁার কাছে যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য দু'আ করবো এবং অন্তরের আত্নশুদ্ধির জন্য কেবল আমার রবের কাছে চাইবো।

الحسيب،الكافي (আল-হাসিব,আল-কা'ফি)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-কাফি – যিনি তঁার সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট

আল-হাসিব – হিসাবগ্রহণকারী (The reckoning)

আল-হাসীব হলেন যিনি বান্দার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী, যিনি তাঁর উপর ভরসাকারীদের জণ্য যথেষ্ট, যিনি তাঁর হিকমত ও ইলম অনুযায়ী বান্দার যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদান দানকারী।

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল-হাসিব নামটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১। যিনি তঁার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তিনি তঁার বান্দাদের জন্য যা প্রয়োজন তা তাদের কাছে পৌঁছে দেন এবং অকল্যাণ থেকে দূরে রাখেন।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হিসাবগ্রহণকারী হিসেবেও যথেষ্ট। তিনি তঁার বান্দাদের সকল বিষয়ে হিসাব রাখেন এবং নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তিনি পুরষ্কৃত করবেন।

সূরা নিসাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وكفابالله حسيبا

এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট [সূরা আন'নিসা:০৬]

সূরা যুমার এ এসেছে,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।"

[;সূরা আয'যুমার ঃ৩৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই যে সবার জন্য যথেষ্ট সেটাকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি,

১। তিনি সবার জন্য যথেষ্ট। সবার যাবতীয় প্রয়োজনে একমাত্র তিনিই যথেষ্ট এবং একমাত্র তিনিই দিতে সক্ষম।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্পেসিফিক ভাবে কেবল তঁার মুমিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা ত্বলাক এ বলেছেন,

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[সূরা আত'ত্বলাকঃ০৩]

যে আল্লাহ'র উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং কেবল আল্লাহ'র দিকেই মুখাপেক্ষী থাকবে আল্লাহ তঁার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। তবে তাওয়াক্কুল এর অর্থ কখনোই এমন না যে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে চেষ্টা না করে বসে থাকবো। বরং আল্লাহ'র উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে সকল প্রকার চেষ্টা করে সেটার ফায়সালার জন্য আল্লাহর উপরই ভরসা করা। কোন মুমিন যখন এভাবে ভরসা করতে শিখবে তখন আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন সেটার উপর সন্তুষ্ট থাকার গুণটি অর্জন করতে পারবে এবং দুনিয়াবি হতাশা দুশ্চিন্তা থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামটি গভীরভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল এর গুণটি অর্জন করতে পারবো এবং যখন আমরা এটা জানবো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমার সমস্ত কাজের হিসাব রাখছেন তখন আমরা নিজেদের গুণাহ থেকে বিরত রাখার সবরকম চেষ্টা করতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

(আল-হাক্ক, আল-মুবিন) الحق،المبين

আল-হাক্ক, আল-মুবিন নাম দুটি সুরা নূরে একত্রে এসেছে একবার,

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ

"সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য।" [সুরা আন-নূর:২৫]

এছাড়া আল-হাক্কনামটি কুরআন এ বহু জায়গায় এসেছে। যেমনঃ

সূরা মুমিনুন এ এসেছে,

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

"সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।"[সুরা আল মু'মিনুন:১১৬]

সূরা ইউনুসে আল্লাহ বলেছেন,

فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

"অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে?"[সুরা ইউনুসঃ৩২]

শাব্দিক অর্থঃ

আল-হাক্ক পরম সত্য (The embodiment of truth)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-হাক্কহচ্ছেন সেই সত্তা যাঁর ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি যাত ও সিফাত সর্বদিক দিয়েই সত্য। তিনি ওয়াজিবুল ওয়াজুদ তথা অত্যাবশ্যকীয় ভাবে সদাবিদ্যমান, পরিপূর্ণ সিফাত ও গুণাবলীর অধিকারী, তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা তাঁর যাতের অত্যাবশ্যকীয়তা। তিনি ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তিনি আযালী তথা

সর্বদা ছিল ও থাকবেন, তিনি সর্বদা বড়ত্ব, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার গুণে সর্বদা গুণান্বিত ছিলেন ও থাকবেন। তিনি সর্বদা ইহসানে সুপরিচিত ছিলেন ও থাকবেন।

তাঁর কথা সত্য, তাঁর কাজ সত্য, তাঁর দর্শন সত্য, তাঁর রাসূল সত্য, তাঁর কিতাব সত্য, তাঁর দীন সত্য, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা সত্য, সবকিছু তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এ কথা সত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ

“আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৬২]

শাব্দিক অর্থঃ

আল-মুবিন – সুস্পষ্ট

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-মুবিন হলেন সেই সত্তা যিনি তঁার বান্দাদের হিদায়াহ'র পথ দেখান ও সমস্ত নিয়ামাহ দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামটির আর একটি অর্থ এমন হতে পারে যে, যিনি নিজের একত্ববাদ কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনিই একমাত্র হকদার ইবাদাতের তঁার কোন শরীক নেই। তিনি কুরআন এ বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুরই ইবাদাহ করা হয় সবকিছুই দুর্বল ও বাতিল। একমাত্র তিনিই দিতে সক্ষম এবং সমস্ত নিয়ামাহ সমূহ কেবল তঁারই। এছাড়াও আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার তাওহিদের বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনিই আমাদের রব, তিনিই সত্য এবং তিনিই সব কিছুর উপরে। তিনি আল-হাক্ক্ব ও আল-মুবিন।

القادر،القدير،المقتدر (আল-ক্বদির,আল-মুক্বতাদির)

শাব্দিক অর্থঃ

আল’ক্বদির – সর্বশক্তিমান(The ompiment One,The one attributed with power)

আল-মুক্বতাদির(নিরন্কুশ সিদ্ধান্তের অধিকারী)(The All authirative one)

আল-ক্বদির, আল মুক্বতাদির হলেন যিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর কুদরতে তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কুদরতে তিনি এগুলো পরিচালনা করেন, তাঁর কুদরতেই তিনি এগুলো সুঠাম করেছেন, তাঁর কুদরতে তিনি তাদেরকে জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, বান্দাকে কিয়ামতের দিনে পুরস্কার দেওয়ার জন্য পুনরায় জীবিত করবেন, তাঁর ইহসানে তিনি সৎকর্মশীলকে পুরস্কার দিবেন এবং অসৎকর্মশীলকে শাস্তি দিবেন। তিনি এমন সত্ত্বা যিনি যা ইচ্ছা করেন তাকে শুধু বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়। তাঁর কুদরতেই তিনি অন্তরসমূহকে পরিবর্তন করেন এবং তিনি যাকে যেভাবে চান সেভাবে পরিবর্তন করেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার সেই সত্তা কে বোঝায় যিনি কোন কিছু নির্ধারণ করতে সক্ষম।

কুরআনের দলিলঃ

নামগুলো কুরআন এ অনেক জায়গায় এসেছে

যেমন সূরা রুম এ এসেছে,

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

“আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।“[সূরা’আর রুমঃ৫৪]

এছাড়াও আল-মুক্বতাদির নামটি সুরা কাহফে এসেছে।

নাম দুটি এক অর্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ক্ষমতার সিফাতকে বোঝায়।তিনি এমন সত্তা যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনি যা চান তাই করতে সক্ষম। তিনি একবার হও বললেই হয়ে যায়। তিনি সৃষ্টি করেন আবার তিনিই ধ্বংস করেন। তিনিই আমাদের হিদায়াহ দান করেন এবং আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই নামগুলোর অর্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তাইলে আমার রবের প্রতি বিশ্বাস কে আরো দৃঢ় করতে পারবো ইন শা আল্লাহ। আমরা তঁার সকল ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারবো এবং কেবল তঁারই মুখাপেক্ষী হবো। কারণ তিনি আমাদের জন্য যা কিছুই নির্ধারণ করেন সকল কিছুই তঁার হিকমাহ'র দ্বারা করেন এবং তিনি যা দেন তার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ।

তাই আমরা আমাদের রবের কাছে চাওয়ার মতো চাইতে শিখবো এবং ভরসা করবো কেবল তঁারই উপর। কারণ কেবল তিনিই আমাদের সকল দু'আ কবুল করার ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি সমস্ত কিছু দিতে সক্ষম যা কিছু আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর।

اللطيف،الخبير (আল-লাতিফ, আল-খবির)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-লাতিফ –The gracious সকল গোপন বিষয়ে অবগত(The All aware one)

আল-খবির- সকল বিষয়ে অবগত(The knower of subtitles)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-খাবীর, আল-'আলীম হলেন, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, গোপনীয়-রহস্যময়, ঘোষিত-অঘোষিত, অত্যাবশ্যকীয়-অনত্যবশ্যকীয়, সম্ভব-অসম্ভব, ঊর্ধ্বজগত-নিম্নজগত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সবকিছুই তিনি বেষ্টন করে রেখেছেন ও তিনি জ্ঞাত আছেন।

তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অত্যাবশ্যকীয়, সম্ভাব্য, অসম্ভব্য সব কিছুই বেষ্টন করে রেখেছেন

কুরআনের দলিল ঃ

নাম দুটি কুরআন এ একত্রে এসেছে সূরা আন'আম এ,

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

"চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ব করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" [আল আন'আম- ১০৩]

আল-লাতিফ নামটির দুইটি অর্থ হতে পারে।

১। আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে আরেকটি নাম হলো আল-লাতীফ তথা সূক্ষ্মদর্শী, অমায়িক। যিনি তাঁর ইলমে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী; এমনকি ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্রতর ও লুকায়িত জিনিস সম্পর্কেও অবগত। মানুষের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, জমিনের অভ্যন্তরে যে সব শস্য-দানা লুকায়িত রয়েছে সব কিছু সম্পর্কে তিনি জানেন।

২। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াশীল এবং তিনি দয়া করতে পছন্দ করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি লুতফ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই দয়া প্রদর্শন দুই রকম হতে পারে,

ক) আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দাদের সাথে অমায়িক ও দয়ালু ব্যবহার করে থাকেন। ফলে তাদেরকে তিনি সহজ পথ দেখান এবং কঠোরতা থেকে দূরে রাখেন। তাঁর সন্তুষ্টি ও দয়া পেতে তিনি তাদের জন্য সমস্ত পথ সহজ করে দেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে যেসব পথ তারা জানে ও যা তারা জানে না সব ধরণের পথ থেকে তিনি তাদেরকে সংরক্ষণ করেন। তাঁর ভালোবাসা পেতে কষ্টকর কাজ করতে তারা যা অপছন্দ করেন তিনি তাদেরকে সে কাজগুলো করতে সক্ষমতা দান করেন। ফলে তিনি তাদেরকে দয়া করেন, তাদেরকে সুন্দর পরিণাম ও উত্তম

পুরস্কার দান করেন। যে কাজে তাদের জন্য কল্যাণ, সংশোধন ও সফলতা রয়েছে সেগুলো তাদের সক্ষমতার বাহিরে থাকলেও তিনি তাদেরকে সাহায্য করে দয়া করেন।

খ) দ্বিতীয়ত, এমন অনেক জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তঁার বান্দার জন্য নির্ধারিত রাখেন যেগুলো তিনি সাথে সাথেই দিয়ে দেন না। তাঁর বান্দা ও অলীর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি যাকে তাঁর ইহসান পূর্ণ করতে চান, তাঁর দয়ায় যাকে শামিল করতে চান এবং তাকে সর্বোচ্চ সুমাহান স্থান তথা জান্নাতে পৌঁছাতে চান তাকে তিনি চলার পথ সহজ করে দেন, কঠিন পথ থেকে তাকে দূরে রাখেন, তার অপছন্দনীয় নানা ধরণের পরীক্ষায় ফেলে কষ্ট দেন; যদিও তার জন্য এতে রয়েছে কল্যাণ, সৌভাগ্যের পথ, যেমনিভাবে তিনি আম্বিয়াদেরকে তাদের জাতির দ্বারা ও তাঁর পথে জিহাদের মাধ্যমে নানা কষ্ট দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে কীভাবে তাঁর অবস্থা উন্নতি হয়েছিল। আল্লাহ তার জন্য যে অবস্থা নির্ধারিত করেছিলেন তাতে ছিল তার দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পরিণতি। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে তাদের অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করেন, যাতে তারা তাদের পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই লুতফ তিনি তঁার মুমিন বান্দাদের জন্য বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেন। বান্দার উপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে যা বিবেক বুঝতেও পারে না এবং কল্পনা শক্তিও তা কল্পনা করতে পারে না। কত বান্দা দুনিয়ার কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব বা অন্য কোন প্রিয় জিনিস অর্জনের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ তার উপর রহমত করে সে জিনিস থেকে তাকে দূরে রাখেন যাতে তা তার দীনের ব্যাপারে ক্ষতি করতে না পারে। ফলে বান্দা অজ্ঞতা ও তার রবের সম্পর্কে না জানার কারণে চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু গায়েবে আল্লাহ তার জন্য কী গচ্ছিত করে রেখেছেন সে যদি তা জানত তাহলে অবশ্যই সে এ ব্যাপারে আল্লাহ হামদ ও শুকর আদায় করত। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার ব্যাপারে অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ালু এবং তাঁর অলীদের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

সুতরাং আমরা যখন জানবো আমাদের রব আল-লাতিফ আমাদের অন্তর এটা ভেবে প্রশান্ত থাকবে যে যা কিছু আমার সাথে তা আমার রব নির্ধারণ করেন তার মাঝে

অবশ্যই কোন কল্যাণ রয়েছে। এবং অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই অপূর্ব সুন্দর নাম ব্যবহার আমরা তঁার কাছে সমস্ত খইর ও ভালো কাজের তাওফিক চাইতে পারি ইন'শা'আল্লাহ।

الغفار،الغفور،العفو،التواب (আল-গফফার,আল-গফুর,আল-আফুউ,আত-তাওয়াব)

আল-গফফার – পরম ক্ষমাশীল(The great forgiver)

আল-গফফার হলে এমন সত্তা যিনি সবসময় তঁার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করেন এবং এই গুণটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে সবসময়ই আছে এবং থাকবে।

আত- তাওয়াব (তাওবাহ'র তাওফিক দানকারী ও কবুল কারী)

আত-তাওয়াব হলেন তিনি যিনি তঁার বান্দাদের তাওবাহ'র তাওফিক দেন। যারা গুণাহ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দিকে ফেরে তিনি তঁাদের তাওবাহ করার তাওফিক দেন এবং তিনিই সেই তাওবাহ কবুল করেন।

আল-আফুউ- পরম উদার (The Supreme Pardoner)

আল-আফুউ হলেন সেই সেই সত্তা যিনি তঁার বান্দাকে ক্ষমা করেন এবং গুনাহ গুলোকে মুছে দেন। এটিকে আমরা এভাবে তুলনা করতে পারি যেমন করে সমুদ্রের পানি তীরের কোন লিখাকে মুছে ফেলে ঠিক তেমন করেই আমাদের রব আমাদের পাপ গুলো ক্ষমা করেন এবং সেগুলো মুছে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই যে আমাদের গুণাহ মুছে দেন এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি

১। জেনারেলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত গুণাহকারীর গুনাহ গুলো মুছে দেন। এটা তিনি কাফির দের ক্ষেত্রেও করেন এবং কাফির ছাড়া অন্যদের গুনাহগুলোও তিনি মুছে দেন।তিনি কখনোই কোন গুনাহের কারণে সাথে সাথে আযাব দেন না এবং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এক বিশেষ রহমত। যেমন তিনি বলছেন সূরা ফাতির এ,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا

“আর যদি আল্লাহ মানুষদেরকে তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনের উপর একটি প্রাণীকেও তিনি ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে বিলম্বিত করে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে যায় (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন), কেননা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যকদ্রষ্টা।“- (আল ফাতির ৪৫)

২। স্পেসিফিকঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার প্রিয় বান্দারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, গুনাহ করে এবং এরপর আল্লহ'র দিকে ফিরে আসে ও তাওবাহ করার মতো তাওবাহ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের গুণাহ গুলো মুছে দেন।

আল-গফুর- পরম ক্ষমাশীল (The All Forgiving)

আল-গফুর হলেন তিনি যিনি আমাদের ক্ষমা করেন এবং আমাদের গুণাহ গুলোকে ঢেকে রাখেন।

আমাদের রব হলেন পরম ক্ষমাশীল এবং তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আমরা নিজেদের উপর যতই জুলুম করে ফেলি না কেনো তিনি আমাদের গুণাহের ব্যাপার এ হিকমাহ অবলম্বন করেন, আমাদের তাওবাহ করার তাওফিক দেন এবং আমাদের তাওবাহ কবুল করেন ও গুণাহ গুলোকে মুছে দেন। তাই আমাদের গুণাহ যত বেশিই হোক না কেনো আমরা কখনোই তঁার রহমত থেকে নিরাশ হবো না, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা সূরা যুমার এ বলছেন,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

“বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।“ [সূরা আয যুমারঃ ৫৩]

তবে এটা কখনোই ভাবা যাবে না যে আমাদের রব ক্ষমাশীল বলে আমরা যত ইচ্ছে গুণাহ করবো এবং সেটার জন্য অনুতপ্ত হবো না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার

কাছে আমরা পরিপূর্ণ অনুতপ্ত বোধ নিয়ে তাওবাহ করবো এবং নিজেদের গুণাহ থেকে বাচিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ও নেক কাজ বেশি বেশি করার চেষ্টা করবো যা আমাদের গুণাহ মাফের জারিয়াহ হবে ইন শা আল্লাহ। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা হুদ এ বলেন,

إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ۝١١٤ ।

"নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।"। [সূরা হুদঃ১১৪]

الرؤوف (আর-রউফ)

শাব্দিক অর্থঃ

আর-রউফ -পরম স্নেহশীল(The one with extreme mercy)

কুরআনের দলিলঃ

নামটি কুরআন এ এসেছে প্রায় ১০ বারের মতো।

যেমনটা আল্লাহ সূরা তাওবাহ তে বলেন

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ

"অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যূত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আত'তাওবাহঃ১১৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আর রউফ।তিনি এমন সত্তা যিনি দয়া করেন দুনিয়াতে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি এবং তিনি আখিরাতে বিশেষ ভাবে দয়া করবেন তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি।

তিনি আমাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, আমাদের পথ দেখান, সতর্ক করেন ভূল পথের ব্যাপার এ,ভালো কাজের তাওফিক দেন, তাওবাহ'র তাওফিক দেন এবং তিনিই পুরষ্কৃত করেন। এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার চুড়ান্ত রহমতের পরিচয়। আমরা তঁার অশেষ রহমত পাবার আশায় দু আ তে এই উত্তম নাম গুলো নিয়ে তঁাকে ডাকবো এবং তঁার সমস্ত ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবো ইন শা আল্লাহ।

الحميد (আল-হামিদ)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-হামিদ – সকল প্রশংসার অধিকারী(The praised one who deserved to be praised)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ তাঁর যাতগত, নামগত, সিফাতগত ও কর্মগত সব দিক থেকেই আল-হামীদ তথা মহা প্রশংসনীয়। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ সিফাতসমূহ ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসমূহ। কেননা আল্লাহর কর্মসমূহ দয়া ও ন্যায়পরায়নতার মধ্যে ঘূর্ণায়মান

কুরআনের দলিলঃ

কুরআনে এই শব্দটি এসেছে প্রায় ১৭ বারের মতো। যেমন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা লুকমানে বলেছেন,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

“আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেতো তা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসা।“ [সূরা লুকমান ১২]

সূরা বুরুজ এ এসেছে,

وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ

“আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।“[সূরা আল বুরুজ ৮]

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা আল হামিদ। তিনি এমন সত্তা যঁার জন্য রয়েছে সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার প্রশংসিত হওয়ার ব্যাপার কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

১। তিনি তঁার নিয়ামাতের কারণে প্রশংসিত। তিনি তঁার বান্দাদের সমস্ত নিয়ামাহ দেন। তঁার জন্যই সমস্ত কৃতজ্ঞতা যা কিছু তিনি আমাদের দিয়েছেন। এবং একমাত্র তিনিই প্রশাংসার যোগ্য।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা নিজ বৈশিষ্ট্যর কারণে প্রশংসার অধিকারী। তিনি সমস্ত শিরকের উর্ধ্বে এবং তিনি যাবতীয় ক্রুটি ও দোষের উর্ধ্বে। তিনি নিজ নাম ও সিফাতের কারণে প্রশংসিত। শ্রেষ্ঠ নামসমূহ কেবল তঁার এবং তিনি তঁার সিফাতে পরিপূর্ণ।

الشكور،اشاكر (আশ-শাকুর, আশ-শাকির)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-শাকুর - গুণগ্রাহী(The one who gives a lot of reward for a little obedience)

কুরআনের দলিলঃ

আশ-শাকুর নামটি কুরআন এ এসেছে ৪ জায়গায় এবং আশ শাকির ২ জায়গায়।

আশ-শাকুর হলেন তিনি যিনি বান্দার ইখলাসের সাথে স্বল্প আমলেরও পুরস্কার দান করেন, বান্দার অনেক দোষ-ত্রুটি ও গুনাহ মাফ করে দেন, কেউ উত্তমরূপে সৎকাজ করলে তিনি তার কাজের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না; বরং তিনি বহুগুণে অগণিতভাবে তার আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন। তাঁর পুরস্কারের ধরণ হলো, তিনি বান্দার কাজের বিনিময়ে এর সাওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ বরং যাকে ইচ্ছা এর চেয়েও অধিক দান করেন। তিনি বান্দাকে কখনও দুনিয়াতেও তাৎক্ষণিক পুরস্কার দান করেন। বান্দার আমলের কারণে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া আল্লাহর উপর অত্যাবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের দয়া ও বদান্যতার কারণে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন। কোন আমলকারী উত্তমরূপে ইখলাসের সাথে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করলে তিনি তার আমল নষ্ট করেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সৎকাজ করার তাওফিক দেন এবং তিনিই আমাদের পুরষ্কৃত করেন এবং একমাত্র তিনিই কোন রকম প্রতিদানের আশা ছাড়াই আমাদের প্রতি রহম করেন।

তাই আমরা যখন জানবো যে আমাদের রব আশ শাকুর এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারবো তখন আমরা কোন হারাম কাজ গুণাহের কাজ ছেড়ে দিতে কখনোই ভয় পাবো না কারণ আমরা জানি আমাদের রবের দিকে আমরা এক পা এগিয়ে গেলে তিনি আমাদের দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন, আমাদের অগণিত পুরস্কার দিবেন।

যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা'শুরা তে বলেছেন,

ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

"এটা তাই, যার সুসংবাদ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দেন- যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, ‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না’। যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই গুণগ্রাহী।" [সুরা আশ’শুরা- ২৩]

(আল-ওয়াদুদ)الودود

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ওয়াদুদ- বান্দাদের প্রতি সদয় (The loving One)

কুরআনের দলিলঃ

আল ওয়াদুদ নামটি কুরআন এ এসেছে দুইবার।

যেমন সূরা হুদ এ আল্লাহ বলেছেন,

وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ

"আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালবাসা পোষণকারী’।"

[সূরা আল হুদঃ ৯০]

সূরা বুরুজ এ এসেছে,

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ

"আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়।" [সূরা আল বুরুজঃ১৪]

আল-ওয়াদুদ হলেন এমন এক যিনি আমাদের প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল। তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তঁার চেয়ে বেশি আমাদের আর কেউ ভালোবাসে না। আমাদের ও উচিত কেবল আমাদের রবকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। কিন্তু আমরা এটা করতে বার বার ব্যর্থ হই। আমরা যখন জানবো কোন কাজ আল ওয়াদুদ পছন্দ করেন না আমরা কেন সেটা ছেড়ে দিতে এক মূহুর্ত ভাববো?? আমরা কি এই গুণাহ কে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসি?? কোন কিছু চেয়ে না আমাদের অভিমান কেন আসবে?? আমরা কি এটা পাওয়ার চেয়ে আল-ওয়াদুদ কে বেশি ভালোবাসি না??

এর কোনটাই হওয়ার কথা না যদি আমরা আল ওয়াদুদ কে পরিপূর্ণ ভাবে ভালোবাসতে পারি। আল ওয়াদুদ ভালোবাসা না পেলে পৃথিবীর কোন ভালোবাসার মূল্য নেই। বর্তমানে হারাম সম্পর্ক থেকে শুরু করে কতো অশ্লীলতায় মগ্ন হয়ে মানুষ আল ওয়াদুদ এর ভালোবাসা কে গুরুত্ব দিয়ে ভূলে যায়। অথচ এসব শুধুই মেকি, অন্ধকার ধোঁকা মাত্র। এসব ভালোবাসা নিতান্তই মূল্যহীন।প্রকৃত ভালোবাসা তো আমাদের রবের কাছে

এই দুনিয়াতে আল-ওয়াদুদ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তঁার ইবাদাহ'র জন্য। একমাত্র তঁার দেওয়া পথে চলেই তঁার ভালোবাসা অর্জন করা সম্ভব। তাই আমরা দুনিয়াতেই যা কিছুই করিনা একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কেবলই আল ওয়াদুদ এর সন্তুষ্টি তবেই আমাদের সব কাজ ইবাদাহ হিসেবে কবুল হবে এবং আমরা আল ওয়াদুদ এর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবো ইন’শা’আল্লাহ।

الحليم (আল-হালিম)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-হালিম - অন্তত ধৈর্য্যশীল (The fore bearing)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন আল-হালিম। তিনি অন্তত ধৈর্য্যশীল। তিনি এমন সত্তা যিনি বান্দাদের ব্যাপারে এতোটাই দয়াশীল ও ধৈর্য্যশীল যে তিনি আমাদের গুণাহের কারণে কখনোই আমাদের সাথে সাথেই আযাব দেন না বরং আমাদের তাওবাহ করার সুযোগ ও সময় দেন। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হিলম এর পরিচয় তবে এটা আমাদের রবের কোন দুর্বলতা না, কারণ আমরা জানি তিনি আল গনিয়্যু, তঁার আমাদের তাওবাহ'র কোন প্রয়োজন নেই, তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। তিনি শুধু আমাদের প্রতি ভালোবাসা ও রাহমাহ থেকেই আমাদের প্রতি হিলম প্রদর্শন করেন।

কুরআনের দলিলঃ

নামটি কুরআন এ এসেছে বহু জায়গায়।

যেমন সূরা আল'এ'ইমরান এ এসেছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।"

[সূরা আল'এ'ইমরানঃ১৫৫]

আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আল-হালিম। তিনি আমাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। এর অর্থ এটা না যে আমরা মন চাইলেই গুণাহ করবো এবং যখন খুশি তাওবাহ করবো। আল হালিম এর বান্দা হিসেবে কখনোই এই ধরনের আচরণ আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো গুণাহ থেকে নিজেদের

বাচিয়ে এরপরও যদি আমাদের দ্বারা কোন গুণাহ হয়ে যায় আমরা সাথে সাথে তাওবাহ করে নিবো এবং পরিপূর্ণভাবে গুণাহ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার দৃঢ প্রতিজ্ঞ থাকবো।

আল-হালিম এর বান্দা হিসেবে আমাদের উচিত এই সহশীলতার গুণটি নিজেদের মধ্যে ধারণ করা। মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহনশীল থাকার চেষ্টা করবে। আমরা যখন কোন কাজে ধৈর্যের অভাব অনুভব করবো আমরা বার বার আল-হালিম কে ডাকতে থাকবো এবং যদি অনেক গুণাহও করে ফেলি তবুও ধৈর্যের সাথে আল হালিম কে ডাকতে থাকবো কখনোই তঁার রহমত থেকে নিরাশ হবো না। অন্তর দিয়ে ডাকতে পারলে তিনি কখনোই আমাদের ফিরিয়ে দিবেন না ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সহনশীল থাকার তাওফিক দিন।

الجبار (আল-জাব্বার)

শাব্দিক অর্থ

আল-জাব্বার- দুনির্বার(The Omnipotent One)

পারিভাষিক অর্থঃ

শাইখ আস-সা'দী রহ. বলেছেন, আল-জাব্বার শব্দের অর্থ সমুচ্চ, মহিমান্বিত। আবার এ শব্দের অর্থ আল-কাহহার তথা মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী। আবার জাব্বার অর্থ আর-রাউফ তথা প্রতি স্নেহশীল, সদয় ও সমবেদনা প্রকাশকারী। তিনি ভঙ্গ হৃদয়ের অধিকারী, দুর্বল, অক্ষম, যারা তাঁর কাছে ফিরে আসে ও আশ্রয় চায় তাদের জন্য তিনি অতি স্নেহশীল ও সদয়।

এই নামটির দুই রকমের অর্থ হতে পারে

১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলে এমন এক সত্তা যিনি সমস্ত কাজ করতে পারেন এবং তিনি তঁার সৃষ্টিকে কোন কাজ করতে জোর করে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেন। তবে এই গুণাবলি কেবল আল জাব্বার এর জন্যই প্রযোজ্য। কখনোই তঁার কোন

সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যা কিছু করেন হিকমাহ দ্বারা করেন তিনি যা সিদ্ধান্ত নেন তাতে কোন ভূল নেই এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান। তিনি কোন সৃষ্টির উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কোন ভাঙা জিনিসকে জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তা যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো হয়ে যাক না কেন তিনি সেটা ঠিক করে দিতে সক্ষম। কারো দেওয়া ব্যাথা,জুলুম অত্যাচার এ যদি আমাদের হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় আমরা সেই মূহুর্তে আল জাব্বার কে কখনো হতাশ হয়ে পড়বো কেননা আমাদের রব সযত্নে সেই ভাঙা অন্তর জোড়া লাগিয়ে দিতে সক্ষম।

الرزاق (আর-রযযাক্ব)

শাব্দিক অর্থঃ

আর-রাযযাক্ব -রিযক্বদাতা(The total provider)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলে আমাদের রিযক্বদাতা। তিনি সমস্ত সৃষ্টির রিযিকদাতা। ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের এমন কোন সৃষ্টি নেই যে তাঁর রিযিক ভোগ করে না। সকলেই তাঁর দয়ার সাগরে ডুবে আছে।আমাদের জীবনোপকরণের যা কিছু প্রয়োজন সবই আমাদের রব আমাদের কে দান করেন।অনেক সময় এই রিযক বলতে আমরা শুধু খাদ্য ও সম্পদ কেই বুঝি কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু আমরা পাই যেমন, বিয়ে, সন্তান, স্ত্রী, চাকরি এমনকি মানুষের ভালোবাসা সবই এই রিযকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের রব আমাদের কে সব কিছুই দান করেন এবং তিনি আমাদের অপরিমেয় ভাবে রিযক দেন।

আল্লাহর রিযিক দু’ধরণের;

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ٥٨ ﴾ [الذاريات :٥٨]

“নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾ [هود :٦]

“আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৬]

প্রথমত: অর্জনকৃত উপকারী রিযিক, যা বান্দাকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছায়। আর তাহলো তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়েত ও নসীহত প্রদান করেছেন। এগুলো আবার দু’ধরণের।

প্রথম প্রকার: উপকারী ইলম ও সঠিক ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের রিযিক। কেননা উপকারী ইলম ও সঠিক আক্বীদা অর্জন ব্যতীত ব্যক্তির অন্তর সংশোধন হয় না এবং তার সফলতাও আসে না। অত:পর উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে হয় এবং অসচ্চরিত্রের যাবতীয় দোষ মুক্ত হতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে আগমন করেছেন তা উপরোক্ত দুটি বিষয়ে পরিপূর্ণ যথার্থ। তাঁর পদ্ধতি ব্যতীত কোন পথ খোলা নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল রিযিকের দ্বারা হারাম থেকে মুক্ত রাখবেন এবং তাঁর দয়ায় তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে মুখাপেক্ষীহীন রাখবেন।

প্রথম প্রকার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহৎ উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় এ প্রকার প্রথম প্রকারের মাধ্যম। আল্লাহ কোন বান্দাকে উপকারী ইলম, সহীহ ঈমান, হালাল রিযিক ও আল্লাহর বণ্টনে তুষ্টতা দান করলে সে তার যাবতীয় ব্যাপার পূর্ণ করল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সব অবস্থা দৃঢ়তার সাথে সঠিক করল। এ প্রকারের রিযিকের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে প্রশংসা করেছেন এবং অনেক উপকারী দু'আয় এ ব্যাপারে দু'আ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: স্রষ্টা জল-স্থলের ভালো-খারাপ সব ধরণের মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর কাছে তাদের জীবিকা নির্বাহের খাদ্য পৌঁছে দেন। তাদের সে খাবার কখনও হালাল

থেকে হতে পারে আবার কখনও হারাম থেকে হতে পারে। এ কারণেই আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে যে, হারাম খাদ্যকে রিযিক বলা হবে কি-না? এটিকে যদি প্রথম প্রকারের সাধারণ রিযিকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা এমনিতেই আসে না; বরং অর্জন করতে হয়, তাহলে এতে হারাম অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর কাছে রিযিকের প্রার্থনা করে তখন সে দীনের উপকারী ইলম ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। এটিই হচ্ছে প্রথম প্রকারের রিযিক। আর এখানে রিযিক দ্বারা সাধারণ রিযিক উদ্দেশ্য হলে –দ্বিতীয় প্রকারের রিযিক- এতে হারাম রিযিকও অন্তর্ভুক্ত হবে। জমিনের বুকে সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর। নি'আমত ও রহমতের ব্যাপারেও রিযিকের অনুরূপ কথা বলা যায়।

কুরআনের দলিলঃ

রিযক শব্দটি কুরআনে অনেক বার এসেছে। যেমনঃ

সূরা ইসরা তে এসেছে,

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

"নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা।"

[সূরা ইসরাঃ৩০]

সূরা ক্বসাস এ এসেছে,

وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"আর গতকাল যারা তার মত হতে প্রত্যাশা করেছিল তারা বলতে লাগল, ‘আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তবে আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফল হয় না’।"

[সূরা ক্বসাসঃ৮২]

আমাদের উপলব্ধিঃ

দুনিয়াতে শুধু এই রিযকের জন্য মানুষের মাঝে কতো অশান্তি বিরাজমান। এই রিযকের জন্য মানুষ কি না করে হত্যা, খুন, রাহাজানি, অশ্লীলতা, হারাম ব্যাবসা আরো কতকিছু। অথচ আমরা ভূলে যাই যে আমাদের রিযক নির্ধারিত। আর-রাযযাক এটা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দুনিয়াতে আমার জন্য যতটুকু রিযক নির্ধারণ করা হয়েছে আমরা যে পরিমাণই ভোগ করবো এর কিছু কমও না আবার কিছু বেশিও না। যে উপায়েই আমরা এই রিযকের অনুসন্ধান করি না কেন আমরা নির্ধারিত পরিমাণ এর চেয়ে একটুও বেশি ভোগ করতে পারবো না। অনেক সময় আমাদের মনে হতে হারাম ইনকাম এ হয়তো অনেক বেশি সম্পদ করা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা একেবারেই ভূল। হারাম ইনকাম এর মাঝে যেমন আর রাযযাক কোন বারাকাহ দেন না তেমনি এর জন্য রয়েছে আখিরাতে কঠোর শাস্তি।

তাই আমাদের কখনোই উচিত না হারাম উপায়ে রিযক এর অনুসন্ধান করা। আমরা সবসময় আর-রাযযাক এর কাছে চাইবো। আমাদের জন্য অন্য কারো কাছে বার বার চাওয়াটা অসম্মানজনক।কিন্তু আমাদের রবের কাছে আমরা যত খুশি চাইতে পারি এবং এটা আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দেয়। তাই আমাদের যে কোন প্রয়োজন আমরা আর-রাযযাক কে ডেকে ডেকে চাইবো।

ذوالجلال والاءكرام(যুল যালালি ওয়াল ইকরম)

শাব্দিক অর্থঃ

যুল জালালি ওয়াল-ইকরাম (মহা মর্যাদাবান, মহা মহত্ত্ব ও মহা সম্মানিত

পারিভাষিক অর্থঃ

জালাল অর্থ মর্যাদাবান, ইকরাম অর্থ সম্মানিত। যুল জালালি ওয়াল ইকরাম বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি বড়ত্ব ও অহংকারের মালিক, যিনি মহিমময় ও মহানুভব, যিনি মহা মর্যাদাবান ও মহা সম্মানিত। প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হবে। এমনকি সব আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে। শুধু আল্লাহর সত্তা বাকি থাকবে। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র। তিনি বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান এবং শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে একরকম অনুগ্রহ করা, যাতে মানুষ ঈমান আনতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মতো নন। সব মাখলুক তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি চান যে, তাঁর মহিমা ও গৌরবের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর অবাধ্যাচরণ করা হবে না, বরং আনুগত্য করা হবে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা হবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত করা হবে না, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবে না। তাঁকে স্মরণ করা হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবে না। অনেক সময় আমরা বিভ্রান্ত হই যে যুল জালালি ওয়াল ইকরাম' হবে নাকি 'যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' হবে? মূলত এটি 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম' অর্থাৎ মহা মর্যাদাবান ও মহা সম্মানিত। কিন্তু আল্লাহকে ডাকার সময় এই নামের আগে যখন 'ইয়া' যুক্ত হবে তখন বলতে হবে 'যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'। এভাবে 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' অর্থাৎ 'হে মহা মর্যাদাবান ও মহা সম্মানিত' বলে ডাকতে হবে। দোয়ার মধ্যে এই নামটি বারবার বলার কথা হাদিসে উল্লেখ হয়েছে।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমরা সবসময় ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ পাঠ করাকে অপরিহার্য করে নাও (তিরমিজি : ৩৫২৫)।

কুরআনের দলিল ঃ

নামটি কুরআন এ এসেছে মোট দুইবার। সূরা আর রাহমান এর ২৭ ও ৫৮ নং আয়াতে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা বলেন,

وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ

“আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা*।“[সূরা আর রাহমানঃ২৭]

*চেহারা বলতে কোন কোন তাফসীরকার আল্লাহর সত্তাকে বুঝিয়েছেন।

الوكيل (আল-ওয়াকিল)

শাব্দিক অর্থ:

আল-ওয়াকীল (তত্ত্বাবধায়ক, সহায় প্রদানকারী, আস্থাভাজন উকিল)

পারিভাষিক অর্থঃ

আল-ওয়াকিল হলেন যিনি সৃষ্টিকুলকে তাঁর ইলম, পূর্ণ কুদরত ও ব্যাপক হিকমত অনুসারে পরিচালনা করেন ও তত্ত্বাবধায়ন করেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের অভিভাবক, তাদেরকে তিনি সহজ করেন, কঠোরতা পরিহার করেন এবং তিনি তাদের জন্য সব কাজে যথেষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে অভিভাবক বানাবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ٢٥٧ ﴾

“যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৭]

এ নামের দলিল হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ٦٢﴾

“আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬১

নামটি থেকে আমাদের উপলব্ধিঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন আমাদের ওয়াকিল। একমাত্র তিনিই আমাদের সবচেয়ে ভরসার ও বিশ্বাসের জায়গা।

দুনিয়াতে কোন কেস লড়তে কোন মানুষ যদি ভালো, দক্ষ উকিল এর খোঁজ পায় যে এক প্রকার নিশ্চিন্তে থাকে তঁার কেস এর ব্যাপার এ।নগন্য বান্দাদের সামান্য দক্ষতায় যদি আমাদের এতো ভরসা থাকে তাইলে আল-ওয়াকিল এর প্রতি আমাদের কি পরিমাণ ভরসা থাকা উচিত??

আমাদের রব তো আল-ওয়াকিল, তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষী, তঁাকে পরাজিত করবার মতো কেউ নেই। তাই আমাদের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা,বেদনা যাই আসুক না কেন আমরা কখনোই ভয় পাবো না কেবল ভরসা করবো আল-ওয়াকিল এর উপর।

الواحد،الاحد (আল-ওয়াহিদ,আল-আহাদ)

শাব্দিক অর্থঃ

আল-ওয়াহিদ (এক)[১]

আল-আহাদ (একক, অদ্বিতীয়)।[২]

পারিভাষিক অর্থঃ

আল্লাহ আল-ওয়াহিদ (এক), আল-আহাদ (একক, অদ্বিতীয়)। তিনি সমস্ত পূর্ণতায় একক, সব ধরণের পরিপূর্ণতা, মর্যাদা, মহত্ব, সৌন্দর্য, প্রশংসা, হিকমত, রহমত, ও অন্যান্য পূর্ণতার গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো উপমা ও সাদৃশ নেই, কোনো কিছুই কোনো ভাবেই তাঁর সাথে তুলনা করার উপযুক্ত নয়, তিনি তাঁর জীবন, পরিচালনা, ইলম, কুদরত, মহত্ব, বড়ত্ব, সম্মান, মর্যাদা, সৌন্দর্য, প্রশংসা, হিকমত ও অন্যান্য সব গুণাবলীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের একক, এসব গুণাবলীর সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। অত:এব, বান্দার উপর কর্তব্য হলো আক্বীদা, কথা ও কাজে তাঁর তাওহীদ (একত্বতা) এমন ভাবে প্রকাশ করা যে, তাঁর সর্বময় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী স্বীকার করা, তাওহীদে তাঁকে এক রাখা এবং সব ধরণের ইবাদতে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় রাখা।

[1] এ নামের দলিল হলো আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,

﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ١٦﴾ [الرعد :١٦]

“বলুন, ‘আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর’। [সূরা আর-রাদ, আয়াত” ১৬]

[2] এ নামের দলিল হলো আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত বাণী

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١﴾ [الاخلاص :١]

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১]

নামটি থেকে আমাদের শিক্ষাঃ

আমাদের রব হলেন একক ও অদ্বিতীয়। আমরা যখন এই বিষয় এ ঈমান আনবো, আমরা এই পৃথিবীর কাওকেই আর ভয় পাবো না। কোন বড় জালিম, শাসক, রাজা, বাদশাই যে ই আমাদের সামনে আসুক না কেনো আমরা কখনোই ভয় পাবো না কারণ আমরা জানি সবকিছুর উপরে আছেন আমাদের রব। তিনি আল-আহাদ, তিনিই ওয়াহিদুল- ক্বহহার।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা মুখে ঈমান আনলেই এই বিষয়টি কখনোই অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারিনা। যদি সত্যিই পারতাম তাইলে আমাদের ঈমান হতো ইস্পাতের মতো শক্ত। ছোট ছোট জিনিসকে আমরা কখনোই ভয় পেতাম না, রাজনৈতিক নেতা হোক বা অন্য কোন শাসক কারো কাছে আমরা কখনোই মাথা নত করতাম না, পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে আমরা কখনোই হারিয়ে যেতাম, আমাদের মা বোনরা ঘরে ঘরে হতো আত্নবিশ্বাসী, শক্ত ঈমানের অধিকারী, পর্দাশীল। কেই পিছনে কি কটু কথা বললো, আমার দ্বীন পালনে কি কটু কথা শোনালো, কে আমাকে ব্যাকডেটেড বললো, এসব নিয়ে কোন মাথা ব্যাথায় থাকতো না আমদের। আর এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় আমাদের??

আমাদের তো দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে কেবলই আল-ওয়াহিদ এর ইবাদাহ করার জন্য। তিনি আমার রব, আমি একমাত্র তঁারই ইবাদাহ করি। তিনি আমাদের কোন আমলে খুশি হবেন, কিসে আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন আমাদের চিন্তা তো হওয়া উচিত এটা নিয়ে। কেবল তঁার ভালোবাসা পাওয়াই আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়। আমরা মাথানত করি কেবল তঁারই কাছে।

আমরা বেশি বেশি আল-ওয়াহিদ এর কাছে দু'আ করবো তিনি যেব আমাদের তাওহিদ এর এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করবার ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করেন।

النور (আন-নূর)

শাব্দিক অর্থ:

আন-নূর (আলোক)

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে আরেকটি নাম হলো আন-নূর। এ নামটি আল্লাহর বড় গুণ, সুন্দরতম নাম ও পরিপূর্ণ সিফাত। আল্লাহর রহমত, হামদ ও হিকমতের পূর্ণ গুণ রয়েছে। তিনি আসমান ও জমিনের নূর, যিনি আরেফীনদের (তাঁর পরিচয় লাভকারী) অন্তর তাঁর পরিচয় ও ঈমানের দ্বারা আলোকিত করেন। তিনি তাদের অন্তরসমূহকে হিদায়েতের দ্বারা আলোকিত করেন। তিনি আসমান ও জমিনকে স্থাপিত আলোর দ্বারা আলোকিত করেন। তাঁর হিজাব তথা পর্দা নূর, যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে দৃষ্টি সীমার যতদূর তাঁর দৃষ্টি যায় ততদূর তাঁর নূরে জ্বলে-পুড়ে যাবে। তাঁর নূরের দ্বারাই জান্নাতুন না'ঈম আলোকিত হয়েছে। তাঁর সিফাতের নূর হলো তাঁর অনেক বড় গুণ। অন্যদিকে সৃষ্টিকুলের মধ্যকার নূর দু প্রকার:

প্রথমত: বাহ্যিক নূর, যেমন সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি ও অন্যান্য সৃষ্টিজগতের দৃষ্টির অনুভূত নূর।

দ্বিতীয়ত: অপ্রকাশ্য বা উহ্য নূর। আর তা হলো জ্ঞান, ঈমান ও আনুগত্যের নূর। আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভ, ঈমানের বিশুদ্ধতা, আনুগত্যের স্বাদ ও ভালোবাসার আনন্দের মাত্রা অনুযায়ী মুমিনের অন্তরে রয়েছে নূর। এ ধরণের নূর ব্যক্তিকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, কল্যাণের কাজে আকর্ষিত করে এবং আল্লাহর পূর্ণ ইখলাসের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ ছিল:

«اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا» ، أَوْ قَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُورًا».

"হে আল্লাহ, আমার ক্বলবে (অন্তরে) নূর দান করুন, আমার আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর দান করুন। আমাকে নূর দান করুন। অথবা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ, আমাকে নূর দিয়ে দিন।"

আল্লাহ প্রদত্ত বান্দাকে দেওয়া এ নূর তাঁর পক্ষ থেকে অনেক বড় অনুগ্রহ ও কল্যাণ। এ নূর যতোই শক্তিশালী হোক তা আল্লাহর সৃষ্টি। অত:এব, সাবধান! আমাদের দূরদৃষ্টি যেন দুর্বল না হয়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ও ইলমের স্বল্পতা যেন আমাদের এতোটা দুর্বল না করে যে, এ নূর স্বয়ং নূর ও অন্তরে আল্লাহর যাতের নূরের মুশাহাদা; বরং এ নূর হলো জ্ঞানের নূর, ঈমানের নূর। কিছু সুফী এখানে পরীক্ষায় পতিত হয়ে যায়, নূরের ব্যাপারে তাদের মধ্যে এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেয় যা ইলম ও ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক, বিপরীত। যেমন শুষ্ক স্বভাবের লোকদের গোমরাহীর অন্ধকার ও অসচেতনতা এতোই বেশি যে, তারা এ নূর থেকে কিছুই পায় না; বরং কখনো কখনো তাদের বোকামী ও অজ্ঞতার কারণে তাদের এ ধরণের অবস্থা ও যুহুদ আরো বৃদ্ধি পায়। অত:এব, কুরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর সিফাতসমূহের সঠিক জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে দয়া ও অনুগ্রহ করেন, এর দ্বারা সে আল্লাহর ইবাদত করে, ইহসানের দরজার পৌঁছতে সে প্রচেষ্টা করে, তখন সে আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করে যে, সে যেন তাঁকে দেখছে, আর যদি সে তাঁকে (আল্লাহ) নাও দেখতে পায় তাহলে তিনি তাকে (বান্দাকে) দেখছেন। সে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা ভিজে রাখে, তার অন্তর আলোকিত হয়, জ্ঞানের স্বাদ অর্জিত হয়, ঈমানের স্বাদ সবচেয়ে উত্তম স্বাদ যা সে পেয়ে থাকে। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও মহান।[5]

মুমিন যখন ঈমানে পরিপূর্ণ হয় তখন আল্লাহ তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন, তখন তার কাছে সব কিছুর হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যায়, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এ নূর তখন তার জীবনের উপাদান হয়ে, ইলম ও আমলের সমন্বয়ে কল্যাণের উপর তাকে শক্তিশালী করে তোলে। ইলম ও ইয়াকীন এবং গাফেলাতি ও অন্ধকারের দ্বিধা-সংশয় তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন তার অন্তরে থাকে নূর, তার কথায় নূর, তার ইলমে নূর, তার চারিদিকে শুধু নূর আর নূর।

কাফির বা মুনাফিক বা বিরোধকারী বা বিরোধকারী গাফিল সকলেই অন্ধকারে হাবুডুবু খায়, তাদের কাছে অন্ধকারের যত উপকরণ থাকবে তাতে তত হাবুডুবু খাবে। একমাত্র আল্লাহই তাওফিকদাতা।[6]

[1] এ নামের দলিল আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী,

﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ٣٥﴾ [النور: ٣٥]

"আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫]

[2] তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৫।

[3] আত-তাফসীর, ৫/৬২৮।

[4] সহীহ মুসলিম, ১/৫২৯, কিতাব, মুসাফিরদের সালাত ও কসর, বাব, সালাতে দো'আ, হাদীস নং ৭৬৩, হাদীসটি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত।

[5] তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৯-১৩০।

[6] আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৯৪-৯৫।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাম ও সিফাতের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ধারণা

১। কোন সমস্যা সমাধান বা উদ্দেশ্য হাসিলে আশায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার যে কোন একটি নাম বার বার পড়তে থাকা। যেমনঃ দ্রুত বিবাহের আশায় আল ফাত্তাহ নামটি বার বার পড়তে থাকা।

এই ধরনের কাজের দুইটি কুফল রয়েছে

ক)এই ধরনের কাজ গুলো সম্পূর্ণ বিদ আত যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত না।

খ) এই কাজগুলো করতে গিয়ে আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা করণীয় সেগুলো থেকে আমরা বিমুখ হয়ে যাই।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কোন নাম খোদাই করে বা তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখা কোন অকল্যাণ দূর করার আশায় বা কোন উপকার লাভের আশায়।

এই ধরনের কাজ গুলো কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা কখোনই প্রমাণিত নয়। তাই এই কাজ গুলো অবশ্যই বর্জনীয়।

পরিশেষে, শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান রবের যিনি আমাকে তঁার সিফাত সম্পর্কে জানার ও লিখার তাওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হলেন তঁার সিফাতে পরিপূর্ণ। এটা আর রাহমানের আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের তঁার গুণাবলির ব্যাপার এ জানিয়েছেন, তঁার সসম্পর্কে আরো উত্তমভাবে জানার সুযোগ করে।

আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীনকে সহজ করে দিয়েছেন। আর ওলামাদের, মতে এই দ্বীনের বুঝ এর প্রথম ধাপ হচ্ছে আল্লাহ'র নাম ও গুণ সম্পর্কে জানা। তাছাড়া আমরা আমাদের রব সম্পর্কে এবং তঁার গুণাবলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। সুবহান আল্লাহ! দুনিয়াতে কেউ আমাদের সামান্য উপকার করলে, সামান্য অনুগ্রহ দেখালে তঁার প্রতি আমরা কতই না অনুগত থাকার চেষ্টা। অযচ আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিটি মূহুর্তে ভালোবাসেন, আগলে রাখেন, অতুলনীয় দয়া ও রহমত প্রদর্শন করেন, আমাদের রিযক দেন এমন রবের প্রতি আমাদের ঠিক কি পরিমাণ অনুগত্য থাকা উচিত?? তঁার সম্পর্কে জানার ব্যাপার এ আমাদের আগ্রহ ঠিক কি পরিমাণ হওয়া উচিত?এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের জন্য আর কি হতে পারে?

তাই মুমিন হিসবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতের ব্যাপারে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করা। তবে এই জ্ঞানকে শুধু জানার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবো না। অন্তর দিয়ে আমাদের রবের গুণাবলি গুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করবো। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলো এপ্লাই করার চেষ্টা করবো

যেমনঃ ইবাদাহ করার সময় যদি আমি চিন্তা করি যে আমার রব আল বাসির আমরা ইবাদাতে আরো মনোযোগী হতে পারবো ইন শা আল্লাহ,,এছাড়া আমাদের জন্য গুণাহ থেকে বেচে থাকাও সহজ হবে ইন শা আল্লাহ। এবং সবচেয়ে বড়ো পাওয়া হচ্ছে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে মন খুলে দু'আ করতে পারবো তঁার সুন্দর নাম সমূহ অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে করে, যা আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে ইন'শা'আল্লাহ।

সর্বোপরি আমরা সবকিছুর জন্য তাওফিক চাইবো আমাদের রবের কাছে। তিনি যেন আমাদের উত্তম ভাবে তঁার গুনাবলি গুলো জানার সুযোগ করে দেন,, আল গফুর যেন আমাদের গুণাহগুলোকে মাফ করে দেন এবং আমাদের সামান্য জ্ঞানকে জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে এপ্লাই করার সুযোগ করে দেন। তঁার ভালোবাসায় আমাদের অন্তরকে পূর্ণ করে দেন।

আমার পুরো থিসিস পেপারে যা কিছু আমি লিখেছি তঁার পুরোটাই আমার রবের ইহসান আমার প্রতি। আমার এই জ্ঞানে ক্ষুদ্র আল্লাহ আমাকে যা কিছু লিখার তাওফিক দিয়েছেন তঁার মাঝে যা কিছু উত্তম সবই আমার রবের পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভূল সব কিছু আমার নাফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি সমস্ত কিছুর প্রতিদান আশা করছি কেবল আমার রবের নিকট এবং সমস্ত বক্রতা ও ভূল থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি কেবল তঁারই নিকট।(আল্লাহুম্মা আমিন)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ ইয়া মুকাল্লিবাল ক্বুলু-বি ছাব্বিত ক্বলবী আ'লা দ্বী-নিকা

অর্থঃ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

উৎসঃমুসনাদে আহমাদ ২১৪০, তিরমিযী – ৩৫২২

রেফারেন্স

- শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বাদর এর "আল আসমা ওয়াস সিফাত" কিতাবের উপর করা একটি লেকচার থেকে এই লেখার অধিকাংশ বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে।

- https://www.hadithbd.com/ ওয়েবসাইট থেকে নামগুলোর পারিভাষিক অর্থ, কুরআনের দলিল ও হাদিস গুলো এর রেফারেন্স এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে

- অধিকাংশ আয়াহ ও অর্থ "Al Quran" থেকে নেওয়া হয়েছে তবে মুসলিম বাংলা এপ থেকে কিছু আয়াত কোট করা হয়েছে।

এপ লিংক

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran (Al Quran)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran (মুসলিম বাংলা)

- দু আ গুলোর ক্ষেত্রে হিসনুল মুসলিম এপ এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এপ লিংক

https://gtaf.org/apps/hisnulbn/

- এছাড়া কিছু নামের উইকিপিডিয়া থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছুতথ্য নেওয়া হয়েছ